Society & Change
Vol. III, No.2, April-June 2009
ISSN 1997-1052

প্রাচীন ভারতবর্ষে সুশাসন ব্যবস্থা:কৌটিল্য ও অশোকের শাসনচিন্তা ও তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মমতাজ উদ্দিন আহমদ*
এ.জি.এম. নিয়াজ উদ্দিন**
ড. নিয়াজ আহমদ খান***

Abstract

In the context of renewed academic interest and enthusiasm about 'good governance' in the present time, this article sheds light on two world-renowned schools of thought on governance in the ancient India – pioneered by Kautilya and Asoka. Based on historical narratives and secondary sources, the paper argues that these two legendary samples of administrative excellence of ancient India bore nearly all the hallmarks of 'good governance' as defined today – including such characteristics as rule of law, administrative accountability, transparency in the recruitment and services of the public officials, coordination and harmonization of various nation-building departments and services, reform of public sector based on citizen's demand etc.. The article analyses the key aspects and dimensions of the administrative thinking and practice propagated by Kautilya and Asoka, and examines their current relevance and topicality. The discussion ends with an exhortation for further research on this interesting, albeit strikingly less-explored, area of study.

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে 'সুশাসন' একটি বহুল আলোচিত প্রত্যয়। একাডেমিক লিখালিখিতে 'সুশাসন' বিষয়ক আলোচনা গভীর গুরুত্ব পাচ্ছে। Bernstein (1994) যথার্থই বলেছেন যে, বর্তমানে 'সুশাসন' চিন্তার একটি 'পূনর্জাগরন' হয়েছে। 'সুশাসন' বিষয়ে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও এ যাবৎ 'সুশাসনে'র কোন সর্বজন গ্রাহ্য সংঙ্গা তৈরী হয়নি। এই বিষয়ে প্রধান রচনাগুলোতে (Bernstein 1994, Rahman 2005, Hye 2000) 'সুশাসন'কে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন: আমলা নিয়োগে স্বচ্ছতা; জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা; আইনের শাসন; দুর্নীতিরোধ; প্রশাসনে নিবিড় পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন; রাষ্ট্রচিন্তা ও তার প্রয়োগে জনকল্যাণমুখীতা; বিভিন্ন জনসেবামূলক সরকারী কর্মকান্ড ও জাতিগঠন (Nation Building) বিভাগসমূহের

* সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। mamtajuddin@yahoo.com
** প্রভাষক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। agmniazuddin@yahoo.com
*** প্রফেসর, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। niaz.khan@yahoo.com

সমন্বয়বিধান ও Harmonization এবং জন-চাহিদা ও বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিমার্জন, সংশোধন ও সংগঠন (Jahan, Chowdhury & Alam 2002, Schuurman 1993)। আমাদের সময়ে এসব রচনায় এবং চিন্তায়, এ কথা আমরা প্রাশয়ই বিস্মৃত হই যে, প্রাচীন ভারতে 'সুশাসন' চিন্তা ও প্রয়োগের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান নিবন্ধে প্রাচীন ভারত বর্ষের শাসন চিন্তার দুটি জগৎবিখ্যাত নমুনা-তথা, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসন এবং সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থার একটি পূণর্মূল্যায়ন ও আমাদের সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা বিচারের প্রয়াস রয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক (৩২১ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) এর মধ্যে কৌটিল্য তার অসামান্য অবদান তথা' অর্থশাস্ত্র' নামক বইটি রচনা করেন বলে জানা যায় (বসাক ১৯৬৪: অবতরনিকা ১১)। ১৯০৯ সালে মহীশূরের পন্ডিত ডক্টর আর শ্যাম শাস্ত্রী 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে'র সর্বপ্রথম একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (প্রাগুপ্ত ১০)। কৌটিল্য ছিলেন ভারত বর্ষের প্রথম মৌর্য বংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অন্য দুই নাম চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত (প্রাগুপ্ত-১১)। কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের নৃপতি ধনানন্দের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলে সেখানেই কৌটিল্যের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁরই পরামর্শ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের নৃপতি ধনানন্দকে পরাজিত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পান্ডিত্য ও নানাবিধ কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেন।

অন্যদিকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হচ্ছেন প্রাচীন ভারত বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের পিতামহ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ২৪ বৎসর সাফল্যের সাথে রাজত্ব করেছিলেন (ভিক্ষু ১৯৮০:৩)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার ২৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে জমবুদ্ধের পরবর্তী সম্রাট হিসাবে মগধের রাজধানী পাটালিপুত্রের গৌরবময় সিংহাসনে আরোহন করেন (প্রাগুপ্ত ৩)। তিনি পরম ধার্মিক ছিলেন এবং নিত্য ব্রাহ্মনের পরিচর্যা করতেন। তাঁর শাসনামলেও প্রজাসাধারণ সুখে দিনাতিপাত করত। তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসর (মহাবংশ মতে ২৮ বৎসর) রাজত্ব করেছিলেন (প্রগুপ্ত- ৩)। ৩০৪ খ্রীষ্টপূর্ব সম্রাট বিন্দুসার এবং রানী সুভদ্রাঙ্গীর (পরবর্তীতে ধর্মরানী নামকরণ হয়) বড়পুত্র হিসেবে বিখ্যাত সম্রাট অশোক পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) জন্মগ্রহণ করেন (Mookerji 1954:44)। ভিন্নমতে তিনি ২৯৯ খ্রীষ্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (Chowdhury 1997:19)। ২৭০ খ্রীষ্টপূর্বে তিনি জমবুদ্ধের পরবর্তী সম্রাট হিসাবে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহন করেন (Mookerji 1954:44)। ভিন্নমতে তিনি ২৬৫ খ্রীষ্টপূর্বে ক্ষমতায় আরোহন করেন (Chowdhury1997:20)। তিনি ২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৩৮ বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (Mookerji 1954: 46)।

ঐতিহাসিক বিবরণ ও মাধ্যমিক উৎসের ভিত্তিতে রচিত বর্তমান নিবন্ধটি কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কিত ভাগে বিভক্ত। এই সাধারণ ভূমিকার পর দ্বিতীয়ভাগে কৌটিল্য ও অশোকের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থভাগে যথাক্রমে কৌটিল্য ও অশোকের শাসনচিন্তা ও প্রায়োগিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করা হয়েছে। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে' বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক ভিত্তি ও উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের অংগ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, নিয়োগ প্রক্রিয়া, শৌচ-

অশৌচ পরীক্ষা, গুপ্তচর ব্যবস্থা, সীমানা রক্ষা ও রাজ্য সম্প্রসারণ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রাজার গুনাবলী ও কাজ, কূটনীতি, আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, বিচার বিভাগ, অর্থনৈতিক নীতি বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম দিক হচ্ছে কল্যাণরাষ্ট্র, ধর্মমঙ্গল দর্শন (বা ধর্ম বিজয় বা ধর্ম ও অহিংসানীতি), প্রশাসন ব্যবস্থা, প্রজাপালন, রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদ ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে। নিবন্ধের শেষভাগে এইদুটি আলোচিত- 'সুশাসন' নমুনার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা হয়েছে।

কৌটিল্য ও অশোকঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কৌটিল্যের জন্ম কখন এবং কোথায় হয়েছিল এই ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় যে, তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব (৩২১-২৯৬) পর্যন্ত প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কৌটিল্যের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন ধরনের তথ্য ইতিহাস থেকে জানা যায়নি। অসাধারণ প্রতিভা ও বিচক্ষণতার অধিকারী ব্রাক্ষন কৌটিল্য রাষ্ট্র, সরকার ও শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কলাকৌশল বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, সমরনীতি, কূটনীতি ও বৈদেশিকনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিক এরিষ্টটল ও পে-টোর চেয়েও অনেক স্পষ্ট ও মৌলিক ছিলেন। রাজনীতি শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা আধুনিক কালের পন্ডিত সমাজেরও বিস্ময় উদ্রেক করে (কানুনগো ২০০৪: ৮৬)।

৩০৪ খ্রীষ্টপূর্বে প্রাচীন ভারত বর্ষের সফল মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার এবং রানী সুভাদ্রঙ্গীর (পরবর্তীতে ধর্মরানী নামকরণ হয়) বড় পুত্র হিসেবে জগৎ বিখ্যাত সম্রাট অশোক জমবুদ্ধ সাম্রাজ্যের মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে (বর্তমানে পাটনা) জন্ম গ্রহণ করেন (Mookerji 1954:44)। ভিন্নমতে তিনি ২৯৯ খ্রীষ্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (Chowdhury 1997:19)। সম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য জৈন ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তার পিতা সম্রাট বিন্দুসার ব্রাক্ষন ধর্মের সমর্থক ছিলেন, সুতরাং জন্মগতভাবে সম্রাট অশোক উচ্চ বংশীয় হিন্দু ব্রাক্ষন হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেন। সুমন নামে তার একজন বড় সৎ ভাই, একজন বৈপিত্রেয় ছোট ভাই টিশা, আটানব্বইজন ছোট সৎ ভাই এবং অনেক সংখ্যক সৎ বোন ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর মতে মহেন্দ্র নামে আরো একজন ভাই ছিল। জীবনের শুরুতেই তিনি সফল সমরনায়ক হিসেবে অভিভূত হন এবং বিন্দুসারা সাম্রাজ্যের শেষপ্রান্তে অবস্থিত তক্ষশীলাতে সফলতার সাথে স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাকে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ করেন। মাত ১৯ বছর বয়সে ২৬৮ খ্রীষ্টপূর্ব (Mookerji 1954: 44), ভিন্নমতে ২৮০ খ্রীষ্টপূর্বে (Chowdhury 1997:19) তাঁকে অবন্তীর (Avanti) উপরাজা (Viceroy) হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে উজ্জয়িনী (Ujjayini) তে পাঠানো হয়। উজ্জয়িনী যাবার পথে তিনি ভেদিশা (Vedisa) অতিথি শালার প্রধানের মেয়ে ভিদিশা-দেবীর (Vidisa-Devi) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ভিদিশা দেবীর ঘরে তার একপুত্র মহেন্দ্র এবং এক মেয়ে সংঘ মিত্র। তার অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন অসংদিমিত্র (Asandhimitra) যিনি ২৭০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে

২৪০ খ্রীষ্ট পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রধান রানী ছিলেন। তিসারা ক্ষিন্তা (Tisyaraksita) যিনি অসংধিমিত্রের মৃত্যুর পর প্রধান রানী নিযুক্ত হন, কারুভক (Karuvaki) এবং পদ্মাবতী (Padmavati) উলে-খযোগ্য। পদ্মাবতীর ঘরে তার পুত্রের নাম কুনাল (Kunala)। ২৭৪ খ্রীষ্টপূর্বে অনুক্রম (War of Succession) যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ক্ষমতার উত্তরসূরী প্রিন্স সুমন মারা যান এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র নিগ্রোধা (Nigradha) জন্ম গ্রহণ করে। তার মাত্র ৭ বৎসর বয়সের সময় সম্রাট অশোক তার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন বলে কথিত আছে (Mookerji 1954: 44)। ২৭০ খ্রীষ্টপূর্বে সম্রাট অশোক রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন (Mookerji 1954:44)। তার কিছু দিন পর ভাই টিশাকে উপরাজা (Vice regent) হিসেবে নিয়োগদান করেন। ২৬৮ খ্রীষ্টপূর্বে সম্রাট অশোকের মেয়ে সংঘমিত্রের সাথে সম্রাট অশোকের বোনের ছেলে অগ্নীবর্মা (Agnibrahma)'র বিয়ে হয়। তার পরের বছর তাদের ছেলে সুমন জন্মগ্রহণ করেন। অশোক তার ভাই টিশাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাকে প্রধান ধর্মরক্ষিতের পদে উন্নীত করেন এবং তার জায়গায় ছেলে মহেন্দ্রকে উপরাজা পদে নিয়োগ দান করেন। তার তিন বৎসর পরে মহন্তের যাজকবৃত্তি গ্রহণের অনুষ্ঠান হয়। ২৬৩ খ্রীষ্টপূর্বে পদ্মাবতীর ঘরে তার সন্তান কুনাল জন্মগ্রহণ করে যাকে তিনি ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বে তক্ষশীলার উপরাজা (Viceroy) নিযুক্ত করেন। ২৬২ খ্রীষ্টপূর্বে টিশা মারা যান এবং তখন থেকে ২৫৪ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্র সংঘের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৫২খ্রীষ্টপূর্বে মহেন্দ্র সিলন (Ceylon) যাবার পথে ভেদিশাতে তার মা ভিদিশা দেবীর সাথে সাক্ষাত করেন। ২৬০ থেকে ২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত সম্রাট অশোক লুম্বিনা, বেধিমূলা সহ বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় পবিত্র স্থান ভ্রমণ করেন। এ মহান সম্রাট ৩৮ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ২৩২ খ্রীষ্টপূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৌটিল্যের শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

ক. অর্থশাস্ত্র

কৌটিল্যের পান্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও অসাধারণ প্রতিভা মূলত প্রতীয়মান হয় তাঁর কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে। কৌটিল্যের রাষ্ট্রচিন্তা ও অন্যান্য অভীক্ষার মূল উৎস 'অর্থশাস্ত্র' কয়েক শতাব্দী হারানো অবস্থায় ছিল যা পরবর্তীতে বৃটিশ ভারতের মহীশুরে পন্ডিত ডঃ আর শ্যাম শাস্ত্রী এর সংস্কৃত পান্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং ১৯০৯ সালে তিনি এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

কৌটিল্যের জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ আবিষ্কারকে কেউ 'জগতের সর্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা, কেউ আবার এই বইকে গ্রন্থ না বলে 'গ্রন্থাগার' বলে অভিহিত করেছেন (বসাক ১৯৬৪ঃ অবতরণিকা ১০)। রাজনীতি এবং প্রশাসনের এমন কোন দিক নাই তিনি তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করেননি (কানুনগো ২০০৪ঃ ৮৬)। প্রাচীন রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে অর্থশাস্ত্র একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মূলত অর্থশাস্ত্র হলো শাসন ব্যবস্থার বিবিধ কৌশল সংক্রান্ত অপূর্ব গ্রন্থ।

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে নিজেই প্রদান করেছেন। "মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা যায়। মনুষ্যযুক্ত ভূমির নামও অর্থ হয়। যে শাস্ত্র সেই পৃথিবীর লাভ ও পালনের উপায় নিরুপন করে, নাম অর্থশাস্ত্র, সেই শাস্ত্র বত্রিশ প্রকার যুক্তি দ্বারা যুক্ত" (বসাক ১৯৬৭ঃ ২য় খন্ড ৩২৯)। রাজনীতি ও প্রশাসনের বিবিধ বিষয়,

রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বাস্তব ও প্রায়োগিক কৌশল আলোচনাকরায় অর্থশাস্ত্র একটি মূল্যবান রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। Encyclopedia Britanica তে বলা হয়েছে "Kautilya's Arthasastra (C. 321-296 B.C) is the science of artha, or matcrial prosperity which is one of the four goals of human life. It is a works on polities and diplomacy" (Britanica part-9: 323).

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ১৫টি অধিকরণ এবং ১৮০টি প্রকরণে বিভক্ত। ১৫টি অধিকরণের বিষয়বস্তু হল (১) রাজপুত্রগণের শিক্ষা, মন্ত্রীদের যোগ্যতা, বিভাগের অধ্যক্ষ ও তাদের কাজ, নগর শাসন ও প্রতিগুপ্তচর এবং রাজার দৈনন্দিন কর্তব্য; (২) বিভিন্ন রক্ষাশিল্প, গণিকাবৃত্তি; (৩) অসামরিক আইনকানুন; (৪) কৌশলী আইনকানুন; (৫) শত্রুবিলাপ ও রাজকোষ তথা রাজপুরুষদের বেতন ইত্যাদি; (৬) রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ; (৭) ছয় প্রকারের রাজনীতি; (৮) রাজার অযোগ্যতা ও তার পরিণাম সমূহ; (৯-১০) সামরিক অভিযান সমূহ; (১১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সমূহ (১২) যুদ্ধ জয়ের কৌশল; (১৩) অধিকৃত দেশে জনপ্রিয় হবার উপায় সমূহ; (১৪) যুদ্ধজয়ের অপকৌশল সমূহ এবং (১৫) অর্থশাস্ত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা।

খ. রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক ভিত্তি ও উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশে সমসাময়িক বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতী বা বর্গ তন্ত্র ও কুলস্বামিক ইত্যাদি প্রকারের শাসন প্রনালী প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে রাজতন্ত্রই শাসন ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত ছিল।

রাজ্য, রাষ্ট্র ও রাজশক্তির তত্ত্ব বিশে-ষন করলে দেখা যায় যে, রাজনীতিবিদগণ মানব প্রকৃতির দোষ ত্রুটির কথা কখনই বিস্মৃত হতে পারেন নি। তারা সব সময়ই চিন্তা করেছেন যে, সমাজে কখনো শীল ও সদাচারের অনিষ্টকারী লোক জনের অভাব ছিল না এবং তাদের দ্বারা অন্যের অধিকার, এমনকি অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা পর্যন্ত তটস্থ হতে পারে।

সমাজের অনুরূপ অবস্থার কথা শুধু কৌটিল্যই নন প্রাচীন আরো অনেক লেখক যেমন মনু, যাজ্ঞবল্ক, নারদ, কামন্দক প্রভৃতি জনের লেখায় ও পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ন ও মহাভারতেও সমাজের অনুরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই অবস্থাকেই ক্যৌটিল্য মাৎস্যন্যায় বা অরাজক পরিস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব হিসাবে কৌটিল্য প্রচলিত মতবাদই সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রহীন অবস্থার মাৎস্যন্যায় থেকে মুক্তি লাভের জন্য জনসাধারণ মনু বৈবস্বতকে রাজা নির্বাচিত করেছিল এবং উৎপাদনের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ নির্ধারণ করেছিল। কারণ রাজাই হচ্ছেন দন্ডধর বা চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের প্রতিভু। রাজার প্রধান কর্তৃত্য দুটি হচ্ছে ১) প্রজাসমূহের হিত ও সুখ বিধান করা ২) লোকস্থিতি বা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে মনুর সঙ্গে তার কিঞ্চিত মত পার্থক্য আছে। মনুও অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তার মতে যেখানে অরাজকতার কুফল ও ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই রাজাকে সৃষ্টি করেছেন, কৌটিল্যের মতে রাজা সেখানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। কৌটিল্যের মত বহুলাংশে হব্‌স, লক, রুশো কর্তৃক প্রবর্তিত সোস্যাল কন্ট্রাক্ট

থিওরীর সাথে মিলে যায় (দেখুন Gettell 1967; 75)। প্রজার রক্ষা বিধান রাজার কর্তব্য এবং সেই হিসাবে রাজাই ইন্দ্র ও যমের সমমর্যাদাবান। রাজার প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে দন্ড বিধান করা যাতে বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা পায়।

গ. রাষ্ট্রের অঙ্গ

ভারতের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র প্রণেতারা ও পরবর্তী নীতিশাস্ত্র লেখকেরা রাজ্যকে সপ্ত প্রকৃতিক বা সপ্তাঙ্গ বলে নির্দেশ করেন। কৌটিল্য 'প্রকৃতি সম্পদ' নামক প্রকরণে (৬ষ্ঠ অধিকরণঃ ১ম অধ্যায়) রাজ্য সাতটি প্রকৃতি বা অংগের নাম ও ক্রম নিম্ন রূপে লিপিবদ্ধ করেন। যথা- ১. স্বামী, ২. অমাত্য, ৩. জনপথ, ৪. দূর্গ, ৫. কোষ, ৬. দন্ড, ৭. মিত্র। শব্দকোষকার অমরসিংহ পরে এই নামগুলি অল্প স্বল্প একটি শাব্দিক ও ক্রমিক পরিবর্তন করেছেন যথা- ১. রাজা, (স্বামীর স্থলে), ২. অমাত্য (মিত্র স্থলে), ৩. সুহৃৎ, ৪. কোষ (জনপদর স্থলে), ৫. রাষ্ট্র, ৬. দূর্গ, ৭. বল (দন্ড স্থলে)।

১। **রাজা ঃ** প্রভূশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহ শক্তিতে শক্তিমান স্বামী বা রাজাই হলেন ভারতীয় প্রাচীণ রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীর কেন্দ্ররূপী সর্ব প্রধান ও প্রথম প্রকৃতি। রাজার হাতে একাধিক্রমে ধর্ম, শাসনভার, বিচার ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা ন্যস্থ ছিল, তিনি এই সব ব্যাপারে সর্বেসর্বা।

২। **অমাত্য ঃ** অমাত্য নামক দিত্বীয় প্রকৃতি দ্বারা আমরা কেবল রাজার ধীসচিব বা মতিসচিব ও কর্ম সচিবদেরকেই বুঝব না; রাজতন্ত্র শাসন প্রনালীতে সর্ব প্রকার শাসনাধিকার বা শাসন বিভাগের ও যারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাদেরেকে এমনকি অধ্যক্ষগণের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের কর্মচারী বা আমলাগণকে বুঝাবে।

৩। **জনপদ বা রাষ্ট্র ঃ** জনপথ বা রাষ্ট্র প্রকৃতি দ্বারা পুর/পৌর বা নগর ব্যতিরেকে রাজ্য অবশিষ্ট্য দেশ ও দেশবাসীদেরকে বুঝতে হবে। এক কথায় Rural Area and People of the Country

৪। **দূর্গ ঃ** দূর্গ নামক প্রকৃতির অর্থ কেবল জলদূর্গ, স্থলদূর্গ, বনদূর্গ, পর্বতদূর্গ, মরু দুর্গ ও প্রান্ত দূর্গাদিই নয়; প্রাচীন কালে ভারতের প্রত্যেক বড় বড় পুর ও নগর প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাই সেগুলোকে দুর্গ প্রকৃতি বিবেচনা করা হয়েছে।

৫। **কোষ ঃ** কোষ শব্দ দ্বারা রাজভান্ডারের রত্নাদি, সারবস্তু ও বস্ত্রাদি ফল্গু বা অসারবস্তুকে অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্যরাজি সেখানে থাকে বা থাকতে পারে সেগুলোাকে বুঝায়।

৬। **দন্ড বা বল ঃ** দন্ড বা বল শব্দ দ্বারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সেনাকে বুঝানো হয়েছে। আবার পদাতিক সেনার ও প্রকার ভেদ আছে। যথা- মৌলবল, ভৃতকবল, শ্রেণীবল, মিত্রবল ও অমিত্রবল ও অটবীবল।

৭। **মিত্র বা সুহৃদ ঃ** মিত্র বা সুহৃদ শব্দটি দ্বাদশ রাজ মন্ডলের মধ্যে যারা বিজিগীষু রাজার সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ যারা যুদ্ধাদিতে তাহার সহায়ক সৃহৃদ তাদেরকে বুঝায়।

আবার রাজা স্বয়ং ও তাহার মিত্রেরা রাজ প্রকৃতির সংজ্ঞা ও অমত্যাদি অবশিষ্ট পাঁচটি প্রকৃতি দ্রব্য প্রকৃতি সজ্ঞায় ও অভিহিত। উক্ত সাতটি অঙ্গ মিলিত হয়ে কার্যনির্বাহ করলে রাজ্য রূপ শরীর সুচালিত ও পরিপুষ্ট থাকে। আর এরা নিরপেক্ষ হয়ে চললে রাজ্য বা এর ব্যধি বা প্রকোপ উৎপাদন করে। এই সপ্তাঙ্গ বা সপ্তপ্রকৃতিক রাজ্যই হল প্রাচীন হিন্দু রাজনীতির সার সংগ্রহ।

ঘ. রাজার গুণাবলী ও কাজ

১. গুণাবলী

ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক অনুদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ২য় খন্ডের মন্ডলযোনি ষষ্ঠ অধিকরণ প্রথম অধ্যায় ৯৬ তম প্রকরণে রাজার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাজার ১৬টি অভিগামিক গুণ হচ্ছে- উচ্চবংশীয়, দৈবসম্পন্ন, বুদ্ধি সম্পন্ন, ধৈর্য্যশীল, সেবাধর্মী, ধার্মিক, সত্যবাদী, কথায় ও কাজে এক, অপরের উপকার স্মরণকারী, দৃঢ় মনোরথের অধিকারী, উন্নত সামর্থ্য সহযুক্ত, শিক্ষানুরাগী। তার ৮টি প্রজ্ঞাগুন হচ্ছে- শুশ্রূসা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী, দোষীকে পরিহার এবং নির্দোষকে গ্রহণ করার মানসিকতা । ৪টি উৎসাহ গুণ হচ্ছে নির্ভয়, নিঃপাপ, শ্রীঘ্রতা ও নীপূনতা। এছাড়া রাজার আত্নসম্পদের কথা উলে-খ রয়েছে। যথা-বাগ্মী, প্রগলভ, স্মরণরক্ষী, বলবান, উন্নতচিত্ত, কৃতশিল্প, লজ্জাশীল, দানশীল ও প্রিয়বাদী ইত্যাদি।

২. কাজ

ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' ১ম খন্ডের বিনয়াধিকারিক প্রথম অধিকরণ- ঊনবিংশ অধ্যায় ১৬শ প্রকরণে রাজার কাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, পুরো দিন ৮ ভাগে এবং রাত্রি কালকেও ৮ ভাগে ভাগ করে সে অনুযায়ী তার দৈনন্দিন কাজের বিবরণ পাওয়া যায় ।

দিবা ভাগের কাজসমূহ

প্রথমভাগে গত রাত্রির রক্ষাবিধান ও গত দিনের আয় ব্যয়ের হিসাব অভিহিত হবেন, দ্বিতীয় ভাগের পুর ও জনপদবাসীদের কাজ পর্যবেক্ষন করবেন,তৃতীয় ভাগে স্নান, ভোজন ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করবেন, চতুর্থভাগে নগদ অর্থকরীর হিসাব করবেন এবং প্রয়োজনে সংশি-ষ্টদের দায়িত্ব দেবেন, পঞ্চম ভাগে মন্ত্রী পরিষদের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দেশনা দিবেন, ষষ্ট ভাগে স্বচ্ছন্দে বিহার অথবা মন্ত্রনা করিবেন, সপ্তমভাগে হাতী, ঘোড়া, রথ ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করবেন ও অষ্টমভাগে সেনাপতির সাথে যুদ্ধ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করবেন।

রাত্রিকালীন কাজ

প্রথমভাগে গুপ্তচরদের সাথে সাক্ষাৎ দেবেন, দ্বিতীয় ভাগে ভোজন ও উপাসনা করবেন, তৃতীয় ভাগে গীত বা যন্ত্র শুনবেন,চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে নিদ্রা যাপন করবেন, ষষ্ঠভাগে জাগরিত হয়ে ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ ও পরের দিনের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করবেন, সপ্তমভাগে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করে গুপ্তচরদের বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করবেন, অষ্ঠমভাগে যাজক ও পুরোহিতকে সাথে নিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন এবং চিকিৎসা, পাকশাল সহ অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত করবেন। উপরে উলে-খিত বিষয়গুলো হচ্ছে রাজার দৈনন্দিন সাধারণ সময়ের কার্যাবলী তবে প্রয়োজনে এগুলোর যেকোনা পরিবর্তন করাটা তার কর্তৃত্বে ন্যস্ত।

ঙ. প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১। অমাত্য নিয়োগ

অমাত্যগণের নিয়োগ সম্পর্কে কয়েক ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা-

১. রাজা তার সহপাঠী (সহঅধ্যায়ী) দের মধ্য হতে অমাত্যদের নিয়োগ করবেন। কারণ সহপাঠের সময়েই তাদের মনের শুদ্ধভাব বা শৌচ ও কার্য সমার্থ সম্বন্ধে জেনে থাকবেন। এতে তারা রাজার বিশ্বাসের পাত্রেও পরিণত হবেন। (আচার্য্য ভারদ্বাজ/দ্রোনাচার্য্য)

২. দ্বতীয় মতামত হচ্ছে রাজা তাদেরকে নিয়োগ করবেন না, কারণ তারা রাজার সহিত একত্রে খেলাধুলা করতেন বলে রাজাকে অবহেলা করতে পারেন। তাই তিনি যারা চরিত্রগত দিক থেকে রাজার সমান ধর্ম বিশিষ্ট তাদেরকে নিয়োগ করবেন। (আচার্য্য বিশালাক্ষ)

৩. তৃতীয় মতামত অনুযায়ী রাজা চরিত্রগত দিকে রাজার সমান এরূপদেরকে নিয়োগ দেবেন না, কারণ এক্ষেত্রে রাজার চরিত্রে যেসব দোষ আছে, তাদেরও সেরূপ দোষ থাকবে এবং এতে রাজা অনুগামী হয়ে পরবেন। এই মতামত অনুযায়ী রাজা তাদেরকেই অমাত্য নিয়োগ করবেন যারা আশংকা প্রদ বিপদেও তার উপকার সাধনে নিযুক্ত থাকবেন। (আচার্য্য পরাশুর)

৪. চতুর্থ মতামত অনুযায়ী রাজা তাদেরকেও নিয়োগ করবে না, তিনি তাদেরকেই নিয়োগ করবেন যারা যে সব কর্মে অর্থ উপার্জন বা অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে, সেই সব কর্ম যথাযথ ভাবে সম্পাদন করে অর্থ উপার্জন বা অর্থাগম করতে সক্ষম। (আচার্য্য পিশুন)

৫. এই মতামত অনুযায়ী রাজা তাদেরকেই অমাত্য নিয়োগ করবেন যারা পিতা ও পিতামহ ক্রমে আগত, কারণ তাদের সাথে রাজার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তারা কখনও রাজাকে পরিত্যাগ করবেন না। (আচার্য্য কৌণপদন্ত)

৬. এই মতামত অনুযায়ী রাজার পক্ষে নীতিশাস্ত্রবিৎ নুতন লোককেই রাজা অমাত্য পদে নিয়োগ দিবেন। কারণ তারা রাজাকে যমের পদে অধিষ্ঠিত করে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। (আচার্য্য ব্যাতব্যাথি)

৭. এই মতামত অনুযায়ী রাজা তাদেরকেই অমাত্য নিয়োগ করবেন যারা নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী যিনি সৎ বংশ জাত, প্রজ্ঞাবান, শুদ্ধ, শূর ও স্বামীর প্রতি ভক্তিমান ইত্যাদি। (আচার্য্য বাহুদন্ডীপুত্র/ইন্দ্র)

কৌটিল্য স্বয়ং মনে করেন, পুরুষের সামর্থ তাহার সর্ব প্রকার কার্য নিস্পত্তির শক্তি দ্বারা ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি লব্ধ সামর্থ দ্বারাই নির্ধারিত, তাই গুণসমূহ বিবেচনা করে এবং উচিত দেশও উচিত কাল উচিত কর্মের স্বরূপ বুঝে রাজা অমাত্য বা কর্মসচিব নিয়োগ করবেন। তবে মন্ত্রী বা ধীসচিব হতে হলে নিম্মোক্ত সকল গুণাবলীই থাকতে হবে।

২। নিয়োগ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও মাপকাঠি

যে সব গুণাবলী থাকতে হবে - জানপদ (রাজার একই দেশের), অভিজাত, স্ববগ্রহ, কৃতশিল্প, চক্ষুষমান, প্রাজ্ঞ, স্মরণশক্তি ভাল, দক্ষ, বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, প্রতিপত্তিমান, উৎসাহ যুক্ত, প্রভাবযুক্ত, ক্লেশসহ, শূচী, মৈত্র, দৃঢ়ভক্তি, শীলযুক্ত, বল সংযুক্ত, আরোগ্য সংযুক্ত, ধৈর্য্যশীল।এই সবগুলো গুণ যার থাকবে তিনি প্রথম শ্রেণীর অমাত্য। যার এক চর্তুথাংশ কম থাকবে তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য এবং যার অর্ধাংশ কম আছে তিনি অবর বা অধম শ্রেণীর অমাত্য।

রাজা বিভিন্ন ভাবে এসব গুণ সম্পর্কে জানবেন। যেমন- বিশ্বাস্যজনের নিকট থেকে জানপদ ও স্ববগ্রহ সম্পর্কে, সমান বিদ্যাবিদগণের নিকট থেকে শাস্ত্র নৈপূন্য সম্পর্কে, কর্মানুষ্ঠানের সময় তাদের প্রজ্ঞা, ধারণশক্তি ও দক্ষতা সম্পর্কে, কথা প্রসঙ্গে বাগ্মী ও প্রগল্‌ভ ও নব নব প্রজ্ঞা সম্পর্কে, আপদ কালে তাদের সাহস, প্রভাব ও ক্লেশসহ সম্পর্কে, সংব্যবহারের সময় শুদ্ধতা, মৈত্রিভাব ও দৃঢ়ভক্তি সম্পর্কে, সমকামী মনের নিকট হতে শীল, বল, আরোগ্য, সত্ত্বযোগ, নির্গবতা ও অচাঞ্চল্য সম্পর্কে, প্রত্যক্ষভাবে নিজ দর্শন দ্বারা সৌমাকৃতিত্ত্ব ও অবৈরিত্ত্ব সম্পর্কে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অনুমেয় এই তিন প্রকারের রাজার ব্যবহার বা পরীক্ষার দ্বারা তারা মনোনীত হবেন।

পুরোহিত হবেন তিনি যিনি অতি সমৃদ্ধ কুল ও শীল বিশিষ্ট ও যিনি ষড়ঙ্গ সহিত বেদবিদ্যায়, দৈব বা জ্যোতিষশাস্ত্রে, নিমিত্তশাস্ত্রে ও দন্ড নীতি শাস্ত্রে অত্যন্ত শিক্ষিত এবং যিনি দৈব ও মানুষকৃত বিপথের অব্যর্থ মন্ত্রের প্রয়োগ অন্যান্য উপায় দ্বারা প্রতিকার করিতে সামর্থ্য। কারণ রাজাও পুরোহিতের অনুবর্তন করবেন।

৩। শৌচ ও অশৌচ পরীক্ষা

১। **ধর্ম্মোপধা ঃ** ধর্ম বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনা পূর্বক পরীক্ষা নীতি ঃ রাজা পুরোহিতকে অযাজ্য (অযোগ্য নিচকুলোদ্ভব) জনকে যজ্ঞ করাতে ও বেদাদি পড়াতে বলবেন এবং সেজন্য পুরোহিত রাজার প্রতি রুষ্ট হলে তাকে পদ থেকে অপসারিত করবেন। সে অপসারিত পুরোহিত তখন সত্রি নামক গূঢ়পুরুষ গুপ্তচরের সহায়তায় শপথ পূর্বক প্রত্যেক অমাত্যকে বলবেন যে- ''আমাদের এই রাজা অধার্মিক। আমাদেরও উচিত হইবে তার স্থানে অন্য এক ধামির্ক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা"। যদি উপজাপিত অমাত্য এই প্রকার মত প্রত্যাখান করে তাহলে তাকে শূচী (রাজ ভক্তিযুক্ত) মনে করা হবে।

২। **অর্থোপধা ঃ** ধন বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনা পূর্বক পরীক্ষণ নীতিঃ রাজা সেনাপতিকে কোন অপূজ্য ব্যক্তির প্রতি সৎকার প্রদর্শন করতে বলবেন, সেনাপতি তাতে অস্বীকার করলে তাকে পদচ্যুত করবেন। তখন সেনাপতি অপমানিত হয়ে সত্রি নামক গুপ্তচরের দ্বারা এক এক জন অমাত্যের নিকট লোভনীয় অর্থের প্রস্তাব উত্থাপন করবেন এবং রাজার বিনাসের জন্য বলবেন ''অন্য সকলেরই এই বিষয়ে অনুমোদন আছে আপনার মত কি?"

৩। **কামোপধা ঃ** কাম বিষয়ক কথা দ্বারা ছলনা পূর্বক পরীক্ষণ নীতিঃ পরিব্রাজিকা ভিক্ষুকীগণ (রাজার অন্তপূরেও মহিষীগণের বিশ্বাসের পাত্রী) এক এক জন মহামাত্র (প্রধান অমাত্য)কে বলবেন ''রাজমহিষী আপনাকে কামনা করেন এবং তিনি আপনার সমাগমের সব উপায় স্থির করেছেন। আপনার অনেক অর্থ লাভও হবে।"

৪। **ভয়োপধা ঃ** (ভয় প্রদর্শন পূর্বক ছলনা দ্বারা চরিত্র পরীক্ষণ)ঃ নৌকা বা পালকি ব্যবহার করে কোন এক অমাত্য অন্যদের একত্রে মিলিত করবেন এবং সেখানে কাপটিক গুপ্তচর (যারা ছাত্র বেশ ধারী) রাজা যেসব অমাত্যকে অর্থ ও মান হতে পদচ্যুত করেছেন তাদেরকে বলবেন ''এই রাজা অসৎ, মদর্গ প্রবৃত্ত। আমরা তাকে সহসা হত্যা করে অন্য একজনকে রাজপদে বসাবো। এই বিষয়ে সকলেরই মত আছে আপনার অভিমত কি?"

এই চার প্রকার শোধিত অমাত্যগণের মধ্যে যারা ধর্মপধা বিষয়ে শুদ্ধ তাদেরকে ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন নিযুক্ত করবেন। যারা অর্থোপধা বিষয়ে শুদ্ধ তাদের সমাহর্ত্তা ও সন্নিধাতা পদে নিযুক্ত করবেন।

যারা কামোপধা বিষয়ে শুদ্ধ তাদেরকে রাজার বাহ্য ও অভ্যন্তর বিহার সাধন ভূত স্ত্রীলোক ও মহিষীদের রক্ষা কার্যে নিযুক্ত করবেন। যারা ভয়োপধা বিষয়য়ে শুদ্ধ তাদেরকে দেহরক্ষী পদে নিয়োজিত করবেন।

যারা সব পরীক্ষায়ই শুদ্ধ তাদেরকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করবেন, আর যারা সব পরীক্ষায়ই অশুদ্ধ তাদেরকে খনি, দ্রব্যবণ, হস্তিবন বা কারখানায় নিযুক্ত করবেন।

চ. গুপ্তচরদের প্রকারভেদ ও কাজ

গূঢ় পুরুষ বা গুপ্তচরগণ প্রধানত নয় প্রকারের। যথা- ১। কাপটিক (ছাত্রবেশধারী গুপ্তচর), ২। উদাস্থিত (উদাসিন সন্ন্যাসি), ৩। গৃহ পাতিক (কৃষক রূপধারী গুপ্তচর), ৪। বৈদেহক (বণিক বেশধারী), ৫। তাপসের বেশধারী (তপস্যাকারী), ৬। সত্রি (নানাশাস্ত্রের অধ্যয়নকারী), ৭। তীক্ষ্ণ (শরীর নিরপেক্ষ অতি সাহসী ব্যক্তি), ৮। রসদ (বিষ প্রদানে সক্ষম অত্যন্ত ক্রুরস্বভাব ও স্নেহ মমতা বিহীন) ও ৯। ভিক্ষুকী (পরিব্রাজিকা)।

১। **কাপটিক ঃ** অন্যর চিদ্রজ্ঞতা প্রগল্ভ ছাত্রবেশী জনকে কাপটিক বলা হয়। রাজা ও প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য অমাত্যদের যে সব কাজ অকুশল বা অন্যায় সেগুলো জানানোর জন্য এরা নিয়োজিত হয়। এদেরও অনেক প্রকারভেদের কথা বিভিন্নভাবে উলে-খ আছে, তবে এদের মধ্যে ৫ প্রকার গুপ্তচরদেরকে সংস্থ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরা অন্য গুপ্তচরদের খবর রাজা বা সংশিষ্ট জনের কাছে পৌঁছান বা প্রেরণ করেন।

২। **উদাস্থিত ঃ** প্রাজ্ঞ ও শূচিযুক্ত সন্ন্যাসি বা দীক্ষিত গুপ্তচর। প্রচুর সম্পদ ও অনেক শিষ্য নিয়ে নির্ধারিত ভূমিতে বাতাকর্ম্ম অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন করাবে। এর দ্বারা যে আয় হবে তার দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, সন্নাসিদের খাবার ও নিবাসের ব্যবস্থা করবে এবং খাবার ও নিবাস গ্রহণকারীদের স্ববসে রেখে রাজার প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

৩। **গৃহপাতিক ঃ** কৃষি বৃত্তিতে দরিদ্র অথচ প্রজ্ঞা ও শৌচযূক্ত কৃষকদেরকে গৃহপাতিক গুপ্তচর হিসাবে নিয়োজিত করা হয়। তারাও উদাস্থিত গুপ্তচরদের মত খাবার ও নিবাসের ব্যবস্থা করে সংশি-ষ্ঠদেরকে স্ববসে রাখে।

৪। **বৈদেহক ঃ** বাণিজ্য বৃত্তিতে ক্ষয় প্রাপ্ত অথচ প্রজ্ঞা ও শৌচযুক্ত বাণিজ্যকারীদেরকে বৈদহক গুপ্তচর বলা হয়। এরা সাধারণত দূর্গ সীমার ব্যবসা-বাণিজ্যের ছলে অন্য দূর্গের বা রাষ্ট্রের চার (সংবাদ) সংগ্রহে নিয়োজিত থাকতেন।

৫। **তাপস ঃ** মুন্ডিত মস্তক ও জটাধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ যদি রাজ কার্য করতে আগ্রহীহন তাহলে তাদের কে তাপস গুপ্তচর হিসাবে নিয়োজিত করা হত। এরা সাধারণত নগরের উপকণ্ঠে বহু সংখ্যক মুন্ডিত মস্ত ও জটাধারী শিষ্য নিয়ে অবস্থান করেন। প্রকাশ্যে অনেক দিন পর পর নানা প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করেন; কিন্তু গোপনে ঠিকই নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করেন। এরা হস্ত গণনা, জ্যোতিষ

বিদ্যা, সামেধিক (সম্পত্তি লাভের বিষয়ে আগাম আভাষ) ইত্যাদি বিষয়ে ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে শিষ্যদের সহায়তায় কার্যাদি সম্পন্ন করেন।

৬। **সত্রি ঃ** এরা একদিকে গুপ্তচর অন্যদিকে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নকারী। যেমনঃ লক্ষণ শাস্ত্র, অঙ্গ বিন্যাস, জম্ভকবিদ্যা (বশীকরণ), ইন্দ্রজাল বিদ্যা, আশ্রম ধর্ম, নিমিত্ত বা শকুন শাস্ত্র, অন্তরচক্র বিদ্যা (শকুন শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়), কামশাস্ত্র, গীত শাস্ত্র। তাই এদেরকে সত্রি বলা হয়।

৭। **তীক্ষ্ণ ঃ** যারা নিজ জনপদে শরীর নিরপেক্ষ হয়ে অত্যন্ত সাহসীকতার পরিচয় দিয়ে নিজের শৌর্য্যে নির্ভর করে হস্তি বা বাঘ হিংস্র জন্তুর সহিত দ্রব্য লাভের লোভে যুদ্ধাদি করে তাদেরকে তীক্ষ্ণ বলা হয়।

৮। **রসদ** ঃ যারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা বিহীন, অত্যন্ত ক্রুরস্বভাবের ও অলস/অনুৎসাহী ব্যক্তি তাদেরকে রসদ বলা হয়। এরা প্রয়োজনে রস বা বিষ প্রয়োগও করতে পারে বলে এদেরকে এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে।

৯। **ভিক্ষুকী ঃ** যে সব দরিদ্র, বিধবা, ব্রাক্ষ্মণী, বৌদ্ধ ভিক্ষুকী, শুদ্রা রমণী, মহামাত্রগণের/অমাত্যগণের গৃহে যাতায়াত করে তাদের কে রাজা ভিক্ষুকী বা পরিব্রাজিকা হিসেবে নিয়োজিত করেন।

রাজা অন্যদেশ, নগর, দূর্গ ইত্যাদি স্থানেতো গুপ্তচর নিয়োগ করবেনই তথাপি নিজ দেশে নিম্নোক্ত ১৮ প্রকার পদের ব্যক্তিদের কাজকর্ম সম্পর্কে গুপ্তবার্তা জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। এরা হলেন- মন্ত্রী (প্রধান অমাত্য), পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, দৌবারিক (রাজকুলের প্রধান প্রতিহারী), অন্তর্ববংশিক (বংশজাত প্রধান পুরুষ), প্রশাস্তা (কারগার প্রধান), সমাহর্ত্তা (প্রধান কর সংগ্রহকারী), সন্নিধাতা (রাজ ধনাদির বন্টনকারী), প্রদেষ্ঠা (ফৌজদারীর প্রধান বিচারক), নায়ক/নাগরিক (নগর প্রধান), কার্ম্মান্তিক (খনি বা কারখানা প্রধান), মন্ত্রীপরিষদধ্যক্ষ (সভাধ্যক্ষ), দন্ডপাল (সেনাবাহিনীতে দন্ডারোপকারী), দূর্গপাল (দূর্গের প্রধান), অন্তপাল (রাজ্য সীমারক্ষক) ও অটবীপাল।

গুপ্তচরগণ বিভিন্ন বেশধরে তাদের কাজ কর্ম সম্পাদন করতেন। উলেখযোগ্য হচ্ছেঃ পাচক, আরালিক(মাংসাদি বিক্রেতা), স্নানকারক, সংবাহক (অঙ্গমর্দ্দক), আস্তরক,নাপিত, প্রসাধক, জলহারক, কুব্জ, বামন, কিরাত, মূক/বধির, জড় (বোকা), অন্ধ, নট, নর্ত্তক, গায়ন, বাদক, কুশীলব ইত্যাদি।

ছ. অর্থনৈতিক নীতি

রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন শাসন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৌটিল্যের মতে অর্থের গুরুত্ব সর্বাধিক। অর্থ ছাড়া কিছুই আয়ত্ব করা যায়না। তার মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থই প্রধান। কারণ ধর্ম ও কাম অর্থ দ্বারাই সাধ্য হয়। (কানুনগো ২০০৪ঃ ৯৬) ।নিম্নে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত অর্থনৈতিক নীতিসমূহ আলোচনা করা হল।

১. করনীতি

কৌটিল্য করনীতির আলোচনায় প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি অন্যায় কর আদায়ের বিরোধী ছিলেন। কেননা এর ফলে প্রজারা অসন্তুষ্ট এবং পরিণামে

বিদ্রোহ করতে পারে (নরেন্দ্র ১৯৯৫ঃ ৯৭)। করের প্রধান উৎস হল নানা প্রকার ভূমির রাজস্ব, মোটামোটিভাবে উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ।

এছাড়া নগরের গৃহাদির উপর, যুদ্ধ কালে সৈন্য বাহিনীর ভরণ পোষনের জন্য বা কোন রাজকুমারের জন্ম হলে রাজা বিশেষ কর আদায় করতে পারেন। কর ব্যতিত অন্য উৎসগুলো হলো আমদানী ও রপ্তানী পন্যের উপর কর, রাস্তা, খাল, সেতু, ফেরী ও নানা ধরনের চুক্তিকর, কারিগর, মৎসজীবি, গনিকা, দূতাগার, শৌন্ডিকালয়, কসাইখানা, প্রভৃতির উপর কর, অরণ্য, খনি প্রভৃতি রাজকীয় সম্পদ থেকে লাভ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প, বাণিজ্য থেকে আদায়কৃত অর্থদন্ড এবং পরিত্যেক্ত বা মালিক বিহীন সম্পত্তি, হারানো দ্রব্য, গুপ্তধন প্রভৃতি রাজকীয় অধিকার (পাগুপ্ত ঃ ৯৭)। বিদেশী বনিকদের কোন এলাকায় প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য বর্তনী নামক শূল্ক দিতে হতো বিনিময়ে বনিক ও পন্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

২. শিল্প ও বাণিজ্য নীতি

কৌটিল্য শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। খনি ও সামুদ্রিক সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল। কৌটিল্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শীশা, টিন, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খনি এবং সমুদ্র থেকে মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ, প্রবাল ইত্যাদি সংগ্রহের কথা বলেছেন। তৈল ক্ষেত্র সমূহের উপর রাষ্ট্রের অধিকার, লবনের একচেটিয়া উৎপাদন ও বাণিজ্য এবং সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা বলেছেন।

৩. বনজ সম্পদ

কৌটিল্য অরণ্য সম্পদের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজকীয় শিকারের জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও পশু পক্ষীদের আবাস হিসাবে সাধারণ বনাঞ্চল ছাড়াও তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের জন্য বিশেষ বনাঞ্চল সৃষ্টির কথা বলেছেন।

৪. মুদ্রনীতি ও অন্যান্যনীতি

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মুদ্রানীতির কথাও আলোচনা করেছেন। তার মতে মুদ্রা প্রস্তুত সম্পূর্ণ ভাবেই রাষ্ট্রের ব্যাপার ছিল এবং রাষ্ট্রই মূল্য নিয়ন্ত্রন করত। উৎপন্য পণ্য সমূহের তালিকা করা হত। বিক্রেতাকে সনদ নিতে হতো, পন্যধক্ষ পাইকারী মূল্য ঠিক করে দিতেন এবং লক্ষনধ্যক্ষ টাকসালের সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়া বাজার পরিদর্শনের জন্য বিশেষ কর্মচারী থাকতেন। ওজন এবং মাপও ছিল রাষ্ট্র নির্ধারিত।

জ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং কূটনীতি ও প্রয়োগের অস্ত্র

১. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক

কৌটিল্য বিচক্ষন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কি ভাবে ঠিক করবেন তা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। কৌটিল্য শুরুতেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারনের ক্ষেত্রে শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করেন (Goshal 1966: 138)| মূলত ১২ জন রাজা ও তাদের রাজ্য নিয়ে মন্ডল গঠিত হবে এবং এদের সাথে কি রকম সম্পর্ক স্থাপন করবেন তার উপর নির্ভর করবে রাজার সফলতা ও বিফলতা । এই মন্ডল অন্তর্ভূক্ত রাজ্যগুলোকে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১ম শ্রেণীঃ প্রথম শ্রেণীতে একজন আছেন যিনি বিজুগীষু রাজা অর্থাৎ যিনি নিজের সম্রাজ্য বিস্তার করবেন। বাকী ১১টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করবেন।

২য় শ্রেণীঃ এই ১১ জনের মধ্যে ২য় থেকে ৬ষ্ট সংখ্যক এই ৫জন ২য় বা সম্মূখ শ্রেণীতে পড়েন। এরা হচ্ছে অরি বা শত্রু, মিত্র অর্থাৎ বিজুগিষু রাজার বন্ধু, অরিমিত্র বা শত্রু রাজার বন্ধু, মিত্র মিত্র অর্থাৎ বিজুগিষু রাজার বন্ধুর বন্ধু এবং অরিমিত্র মিত্র অর্থাৎ শত্রুর রাজার বন্ধুর বন্ধু (ভট্টাচার্য ১৯৯৫ঃ ৯৭)।

অর্থাৎ রাজার নিকট মিত্র ও দূরবর্তী মিত্র থাকবে। এভাবে বলা যায় রাজার শত্রুর শত্রু হবে বন্ধু।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত রাজ্যগুলি হবে রাজার নিজ রাজ্যের সামনে অবস্থিত রাজ্য সমূহ।

তৃতীয় শ্রেণীঃ ৭ম থেকে ১২তম যারা তারা এই শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত। যারা পশ্চাৎ পক্ষ বা তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে এই শ্রেণীভূক্ত রাজ্যগুলো হল পার্ষ্ণিগ্রাহসার পশ্চাৎ এর শত্রুর বন্ধু। আক্রনান্দসার বা পশ্চাদের বন্ধুর বন্ধু, মধ্যম বা মাঝামাঝি উদাসীন বা নিরপেক্ষ রাজ্য (প্রাগুপ্তঃ ৯৮)।

এখানে কৌটিল্য মধ্যম রাষ্ট্র ও উদাসীন রাষ্ট্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এসব রাজাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করবেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সপ্তম অধিকরণ, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১১৪-১১৫ প্রকরণের মধ্যম, উদাসীন ও মন্ডলস্থ অন্য রাজার প্রতি বিজিগীষু কি ধরনের পরিস্থিতিতে কি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (বসাক ১৯৬৭ঃ ২য় খন্ড ১৬৫)।

কৌটিল্যের মতে, মধ্যম রাষ্ট্র যদি শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের সাথে ভাল ব্যবহার করে তবে বিজুগীষু মাধ্যম রাষ্ট্রের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। যদি মধ্যম রাষ্ট্র তার পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রকে অধীনে করতে চায় তবে রাজা তাঁর মিত্র, মিত্র মিত্র সহ সে মধ্যম রাজার পাশের রাষ্ট্রকে সাহায্য করবেন, এ জন্য বিজুগিষু রাজা অন্যান্য মিত্রকে বলবেন,

"মধ্যম রাজা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে আমাদের বিনাসের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, আমরা সকলে তাঁর আক্রমন প্রতিরোধ কর (প্রগুক্ত- ১৬৬) যদি মধ্যম রাজা বিজুগীষু রাজার কোন মিত্রকে নিজের অধীনে করতে চান এ ক্ষেত্রে তিনি মিত্রকে অভয় প্রদান করবেন এই বলে "আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি" এবং আক্রান্ত হলে তাঁকে সাহায্য করবেন। (প্রাগুপ্তঃ ১৬৭)

২. কূটনীতি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অন্যতম একটি বিষয় ছিল কূটনীতি। কোটিল্য রাজাকে অন্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনীতিক সম্পর্কে কিভাবে হবে এবং কি ধরনের হবে তা আলোচনা করতে যেয়ে অর্থশাস্ত্রের সপ্তম ভাগে প্রথম অধ্যায়ে 'ষাডগুন্যনীতি' বা sixfold policy কথা বলেছেন। এগুলো নিম্নরূপ:-

১. **সন্ধি ঃ** রাজা যদি মনে করে পাশ্ববর্তী অন্য রাষ্ট্রটি তাঁর চেয়ে শক্তিশালী তবে তিনি সন্ধির মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন।

২. **বিগ্রহ ঃ** নিজেকে শক্তিশালী মনে করলে রাজা শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবেন। এটি দুই ভাবে সম্ভব, প্রত্যক্ষভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে অথবা যুদ্ধ ঘোষণা না করে নেপথ্যে শত্রুর ক্ষতিসাধন করে (ভট্টাচার্য ১৯৯৫: ৯৯)। কৌটিল্য অকারণে যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিল না। কূটনৈতিক যুদ্ধকে তিনি বেশিগুরুত্ব দিয়েছেন এবং যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে নিজশক্তি স্থান, কাল পাত্র সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩. **আসন ঃ** রাজা যদি মনে করেন কোন শত্রু তাকে আঘাত করতে পারবেন না এবং তিনিও শত্রুকে ধ্বংশ করতে পারবেন না মনে করে সেক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন।

৪. **যান ঃ** কোটিল্যের মতে স্থান ও কালের পরিপেক্ষিতে এবং শত্রুর সামর্থের পূর্ণ মূল্যায়নের পরিপেক্ষিতে শান্তির আড়ালে যুদ্ধের প্রস্তুতি সর্বকালের কূটনীতির অঙ্গ। কৌটিলের মতে যান তিন প্রকার- বিগ্রহ যান, সন্ধায়যান এবং সম্ভূয়যান। যখন রাজা বুঝতে পারেন যে তাঁর শত্রুপক্ষ তার তুলনায় দুর্বল ও অসংগঠিত এবং যখন তিনি প্রকৃত যুদ্ধ করার জন্য মনস্থ করেছেন তখন তিনি একটি আপাত শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে শত্রুকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হবেন। এটিই হচ্ছে বিগ্রহ যান, সন্ধায়যান ঠিক এর বিপরীত। যদি শত্রু অধিকতর শক্তিশালী হয় সেক্ষেত্রে রাজা শত্রুর সঙ্গে বরাবরের শান্তি রাখতে চান এই ভাবটা বজায় রেখে নিজের সামরিক শক্তি বাড়াতে থাকবেন। সম্ভূয়যান হচ্ছে শত্রুপক্ষ পরাক্রান্ত হলে রাজা যদি দেখেন যে তাঁর পক্ষে জয়লাভ সম্ভবপর নয়, তাহলে তাঁর কর্তব্য অন্যান্য রাজার সঙ্গে জোট বাধাঁর প্রস্তুতি নেওয়া। রাজার কাছে প্রচুর সৈন্য ও সমরাস্ত্র থাকলে তিনি সরাসরি যুদ্ধে যাত্রা করবেন।

৫. **সংশ্রয় ঃ** কোন রাজা নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় অপারগ হলে এ নীতির ফলে তিনি তৃতীয় রাষ্ট্রের সাথে জোট করবেন।

৬. **দ্বৈধীভাব ঃ** এখানে তিনি Double Standard এর কথা বলেন। অর্থাৎ রাজা এক শত্রুর সাথে সন্ধি করবেন অন্য শত্রুকে আক্রমন করবেন। এভাবে কৌটিল্য ছয় ধরনের কূটনীতির কথা বলেছেন ।

৩. কূটনীতি প্রয়োগের অস্ত্র

কূটনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ৫ ধরনের কৌশলের কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে রাষ্ট্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

১. **সম ঃ** এসব কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন প্রকার দূত কাজে লাগানোর জন্য রাজাকে পরামর্শ দেন, কৌটিল্য কূটনীতিতে "নয়" শব্দটি দ্বারা বুঝিয়েছেন এবং বলেছেন যে নয়জ্ঞ পৃথিবীং জয়তি। এই 'নয়' যা কূটনীতির চারটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সাম বা সন্তুষ্টিবিধান। রাজা নিজ রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধের উপযোগী দূর্গ তৈরীর কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত চার প্রকার দূর্গ দ্বারা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে জলে ও স্থলে, পর্বতময় এলাকার কৌশলগত বিবেচনা মাথায় রেখে দূর্গ স্থাপনের কথা বলেছেন, এভাবে রাজাকে তিনি নিজরাজ্যের নিরাপত্তা বিধানে রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন (বসাক ১৯৬৪ঃ ৭০-৭৮)। রাজা তাঁর হস্তী , অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবেন।

রাজা যে রাজ্য জয় করতে আগ্রহী সেই রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিপক্ষ গ্রুপ রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারণকারী ব্যক্তিবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করবেন।

২. **দান ঃ** অপর রাজ্যের রাজাকে স্বপক্ষে আনতে হাতি, ঘোড়া, সুন্দরী রমনী ও বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদানের জন্য রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আবার দুর্বল রাজাকে অভয় দান ও এর মধ্যে পড়ে। দানের মধ্যে শক্তিশালী রাজা দুর্বল রাজ্যের রাজাকে তার বশে আনে।

৩. **ভেদ ঃ** যে রাজাকে দানের মাধ্যমে বশে আনা যায়না সে ক্ষেত্রে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়াই হচ্ছে ভেদ। শত্রুরা যাতে তার মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে চক্রান্তের জাল বোনার মাধ্যমে।

৪. **মায়া বা ঈন্দ্রজাল ঃ** সাপুড়ে, জাদুকর, গনক দ্বারা তাবিছ, কবয গণনার মাধ্যমে শত্রুকে মায়া বা ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করে বশে আনা যায়। এছাড়া ও তিনি হলুদ সাংবাদিকতার (Yellow Journalism) কথা বলেন।

৫. **দন্ড ঃ** কৌটিল্যের মতে যদি উপরোক্ত চার পদ্ধতি ব্যর্থ হয় তবে শত্রু রাষ্ট্রকে সরাসরি আক্রমন করে বশে আনতে হবে।

যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের উপর সৈন্যদের অংশ থাকা উচিত বলে কৌটিল্য মনে করেন, এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পেলে সৈন্যরা উৎসাহিত বোধ করেন। এজন্য তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করবেন। বিজিত রাজ্যের প্রজাবর্গের মধ্যে প্রশমন বা শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। নিজ রাজনৈতিক সম্যক পালন করে তিনি লব্ধ রাজ্যের প্রজাদিগের উপকার সাধনে ব্রতী হবেন। বিভিন্ন দানের মাধ্যমে তাদের খুশি রাখতে হবে, তিনি অধিকৃত রাজ্যের প্রজাদিগের সমতুল্যশীল পোষাক পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার অবলোকন করে তাদেরই পূজ্য দেবতার ও আশ্রমের পূজা করবেন এবং তাদের উৎসব, সমাজ ও মঠ, বিহার ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন হবেন।

ঝ. রাজ্যের সীমানা রক্ষণ ও সম্প্রসারণ

"The Arthasastra treats of the means of acquiring maintaining dominion"(Barua 1991). রাজা তার নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পশাপাশি তিনি রাজ্য সম্প্রসারনের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে রাজাকে 'ষাডগুণ্যনীতি' অনুসরনের কথা বলেছেন। রাজার নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বিবেচনার মাধ্যমে তিনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করবেন। রাজা এক্ষেত্রে সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এই ৬টি নীতি গ্রহণ করবেন এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সম, দান, ভেদ, মায়া ও দন্ড নামক ৫টি কৌশল অবলম্বন করবেন। কৌটিল্য মনে করেন রাষ্ট্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারনের জন্য একটি শক্তিশালী ও দক্ষ সামরিক বাহিনী ও সুনিপুণ সমর কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে রাজার মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন রাজাকে তার রাজ্য সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে হবে এবং আত্মরক্ষা মূলক কিংবা আক্রমনাত্বক যে কোন যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে (কানুনগো ২০০৪ঃ ৯৪)। কৌটিল্য যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য

সম্প্রসারণ নীতিকে সমর্থন করে বলেছেন ''আত্মসম্পদ যুক্ত নীতিজ্ঞ রাজা ক্ষুদ্র দেশের অধীকারী হইলেও সর্ব প্রকার প্রকৃতি সম্পদের সম্পন্ন থাকিতে পারিবে, তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া চতুরান্ত সম্রাট বা সার্বভৌম নরপতি হইতে পারেন" (প্রাগুপ্ত ঃ ৯৪)। তবে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনায় কৌটিল্য মনে করেন যে ''রাজার নিজস্ব নিরাপত্তা হচ্ছে তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তার চাবিকাঠী" (Goshal 1996:131)। রাজার নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজ পরিবারের সদস্যদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে বলেছেন। কারণ অনেক সময় রাজপুত্র নিজের পিতাকে ভক্ষন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এমনকি রাজপুত্র যদি একজনও হয় সেও পিতার বিরুদ্বাচারণ করে এবং দুর্বুদ্ধিযুক্ত হয় তবে রাজা তাকে অন্য দেশে অবরুদ্ধ রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে দূরদেশে কোন দূর্গে অবরুদ্ধ রাখবেন যাতে সে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র না করতে পারে।

ঞ. বিচার বিভাগ

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজ্যের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য রাজাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। বিচার কার্যকে পরিচালনার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন কানুন সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের ২টি অধিকরণে উলে-খ করেছেন। কৌটিল্যের মতে সর্ব প্রকার আইন প্রয়োগে রাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চরমঅধিকারী (কানুনগো ২০০৪ঃ১০২)। রাধা গোবিন্দ বসাক তাঁর কৌটিলীয় অর্থ শাস্ত্র গ্রন্থের অবতরণিকাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিচার কার্য পরিচালনা করেন তিন জন ধর্মস্থ বা বিচারক নামক মহামাত্র এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার কার্য পরিচালনা করেন তিন তিন জন প্রদেষ্ট নামক মহামাত্র। কৌটিল্য বিচারকদের গুণাবলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে বিচারকগণ বিচারকালে সর্বদায় পক্ষপাতশূন্য, সমদর্শী হবেন। কৌটিল্যের মতে "ধর্মস্থ বা বিচারকগণ ছল প্রয়োগ, অবহেলা না করিয়া বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন" (বসাক ১৯৬৪ঃ২৪)। কৌটিল্যের মতে রাজা, প্রজাদের সবাইকে সম দৃষ্টিতে দেখবেন। কপট ব্যক্তিরা সন্নাসী হলেও তাঁরা শাস্তি এড়াতে পারবেন না। তবে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাক্ষ্মণ শাস্তি প্রদানের কোন নিয়ম না থাকার কারণে তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া যেত না। কারণ ব্রাক্ষ্মণ হত্যা মহা পাপ বলে মনে করা হত। কিন্তু যে সমস্ত ব্রাক্ষ্মণ শাস্তিযোগ্য অপরাধে বিবেচিত হন কৌটিল্য তাদের দন্ড বিধান দেবার পক্ষ পাতি নয়। তাঁর মতে "কোন ফৌজদারী অপরাধের জন্য ব্রাক্ষ্মণকে উৎপীড়ন করা বিধেয় হইবে না এবং তাহার প্রতি বধদন্ড অবিধেয় হইবে। উৎকট অপরাধে তাহাকে রাজ্য হইতে অভিশপ্ত চিহ্ন দ্বারা বর্ণিত করিয়া নির্বাসিত করা যাইতে পারে" (প্রাগুপ্ত ঃ২৪)। কৌটিল্য মনে করেন চারটি বিষয়কে বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে।

১. ধর্ম্ম (ধর্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ), ২. ব্যবহার (অর্থশাস্ত্রোক্ত ব্যবহারবিধি), ৩. চরিত্র (দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি), ৪. রাজশাসন (রাজাজ্ঞা)। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে রাজশাসন, চরিত্র, ব্যবহার, ধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে প্রথমটি অন্য তিনটির উপর, ২য় টি অন্য ২টি উপর, এবং ৩য়টি শেষটির উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। কৌটিল্য মনে করেন রাজা যদি সঠিক বিচার কার্য্য সম্পাদন করতে পারেন তবে তিনি স্বর্গ লাভ করবেন এবং মিথ্যা দন্ড দিলে তিনি নরক লাভ করবেন (প্রাগুপ্ত ঃ২৩৪)।

ট. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঘুষ ও দুর্নীতির ব্যাপারে কৌটিল্য পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্রের প্রথম খন্ডে দ্বিতীয় অধিকরনের নবম অধ্যায়ে বলেছেন, "কোন ব্যক্তির জিহবাতলে মধু বা বিষ যেমন (অল্প হইলেও) সে ইহার আস্বাদন করিবে না বলিলেও আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে না, তেমন রাজার অর্থ বিষয়ে ব্যাপৃত কর্মচারী ও স্বল্প হইলেও রাজার্থ আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে না" (বসাক ১৯৬৪ঃ ১০১)। কৌটিল্যের মতে মাছ পানিতে চলাচলের সময় পানি খেলেও তা জানা সম্ভব নয়, তেমনি অর্থ সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ব্যক্তি অর্থ আত্মসাৎ করলেও তা জানা সম্ভব নয়। কৌটিল্যের মতে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল করা না গেলেও একে কোন ভাবেই বাড়তে দেয়া যাবে না। প্রথমতঃ কৌটিল্যের মতে প্রশাসনের মূখ্য বা প্রধান কর্মচারীর সংখ্যা বেশী রাখবেন যাতে পরস্পরের ভয়ে কেউ রাষ্ট্রের অর্থ আত্নসাৎ করতে সাহস করবে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রশাসনে বদলি ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছেন এ কারণে যে এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে নিজ নিজ দুর্নীতি লুকানোর কৌশল তারা রপ্ত করে ফেলতে পারে। তৃতীয়তঃ যে সব কর্মচারীরা আত্মসাৎ কৃত অর্থ দ্বারা ধনী হয়েছে তাদের নিকট থেকে সেই অর্থ কেড়ে নিতে হবে এবং তাকে পদাবনতি করবেন। চতুর্থতঃ অর্থ আত্মসাৎ কারীর কারাদন্ডে দন্ডিত করার কথা ও তিনি উলে-খ করছেন । পঞ্চমতঃ যারা দুর্নীতি করবে না তাদের কে রাজা যথাযথ মূল্যায়ন করবেন।

সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

ক। সাম্রাজ্যের পরিধি

যদিও সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের চতুরসীমানা বর্ণনা নিয়ে নানা ধরনের মতামত প্রচলিত আছে এবং অশোকের শিলালিপিতেও এটা খুব স্পষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া অশোক সাম্রাজ্যের সীমা তাঁর ধর্ম মঙ্গল দর্শন বা ধর্ম বিজয়ের কারণে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে Beni Madhab Barua কর্তক লিখিত Asoka and his Incripthons 1968: 64-65 মতে দক্ষিণে এটা নবসৃষ্ট কলিঙ্গ(উড়িষ্যা) প্রদেশ এবং পশ্চিমাঞ্চলে এটা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে এটা কৃষ্ণ (Krishna) এবং তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সর্বদক্ষিণের প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যার প্রধান কেন্দ্র ছিল সুবর্নগিরি। পশ্চিমে এটা সুনপরান্ত (Sunaparanta) সুরাস্ত্র (Surashtra) এবং অবন্তী (Avanti)হয়ে আরব সাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর পশ্চিমে গান্ধারা (Gandara) প্রদেশ হয়ে পেশোয়ার (Peshowar) এবং আবতাবাদসহ (Abbotabad) সিন্ধু নদের (Indus) পশ্চিম ও পূর্ব উপকুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে এটা নেপালের তেরাই (Tarai), দেরাদুন (Dehradun) এবং চাঁপারন (Champaran) জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পালি বর্ণনানুযায়ী এটা দক্ষিণ বঙ্গের তাম্রলিপ্তি (Tamraliphi) বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্র থেকে নদীপথে যেখানে যেতে ৭দিন সময় লাগত। তবে Raychauduri যুক্তি দেখিয়েছেন যে যদিও বাংলা অশোকের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল তবে আসাম ছিল না।

খ. রাষ্ট্রধারণা

অশোকের অধীনে মৌর্য শাসনামল বিবেচনায় নিলে ৩টি বিষয় অতিগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সেগুলো হচ্ছে ১। পূর্বের ভারতীয় প্রশাসন বিশেষ করে মৌর্য প্রশাসন ২। সম্রাট অশোক

কর্তৃক নব আবিষ্কার/প্রচলন ৩। পরবর্তী পর্যায়ে উভয়টির যৌথ প্রয়োগ। তবে এ বিষয়ে দুধরনের মতামত প্রচলিত আছে। একদিকে Mookerji, Jayaswal, Jacabi, Shama, Sastri, N.N. Law, Bandyopadhyay সহ অন্য লেখকরা মনে করেন যে কৌটিল্য কর্তৃক রচিত অর্থশাস্ত্র যা একটি চুক্তি এরই প্রতিফলন হচ্ছে যৌথ প্রয়োগ। অন্যদিকে Vincent, Smith, Jolly, Hillebrandt, Winternitz, Otto Stein সহ অনেক লেখক পূর্বোক্ত মতামতকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উপরন্তু তারা গ্রীক দূত Megasthenas এর লেখনিকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন।যদিও আধুনিক রাষ্ট্র (Modern state) শব্দের ভারতীয় কোন উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় না তবে সবেচেয় কাছাকাছি হচ্ছে রাজ্য। তবে সম্রাট অশোকের রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান গুলোর বিষয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারনা ছিল। রাষ্ট্রের মৌলিক উপদান জনসংখ্যা সম্পর্কে বরঞ্চ তার ধারনা আরো সম্প্রসারিত ছিল এমনকি তিনি পশু পাখিকেও জীবত প্রাণী হিসেবে জনসংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিবেচনা করতেন। রাজ্য, প্রদেশ, রাজধানী, পুর, প্রাদেশিক প্রধান কেন্দ্র ইত্যাদি ভূ-ভাগে বিভক্ত তার সাম্রাজ্য এবং অন্য দেশের সাথে পরিস্কার সীমানা নির্ধারণী থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোক তার পিতা পিতামহের মতই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন (Mookerji র মতে) তাই স্বার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা তার কর্তৃত্বেই ন্যস্ত ছিল, যদিও তিনি সব সময় প্রজাদের মঙ্গল কাজই করে গেছেন। এছাড়া অশোকের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুস্থিত ছিল, যেখানে Viceroy, Viceregent, Council of Ministers, Mahamatra, Dharmmamaha matra, Upadhyaya সহ বিভিন্ন ধরনের পদ ছিল। এছাড়া সম্রাট অশোকের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও উপযোগী ছিল (এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে)। অশোকের শাসন ব্যবস্থা যদিও এককেন্দ্রিক ছিল তবে তিনি পূর্বের অনুসরনে প্রদেশগুলোতে উপরাজা (Viceroy) নিয়োগ দিতেন, যাদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাজের ক্ষমতা থাকত।

গ. প্রজাপালণ

ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের মধ্যে যে মহান শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তা তাঁর রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করে শ্রান্তিহীন সেবার ব্রতকে বরণ করে নিয়েছিল (ভিক্ষু ১৯৮০:৪৬)। তাই তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের সেবাও কল্যাণ সাধন করেছেন। সম্রাট প্রজা পালনে রাজ্য শাসনে তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। তিনি প্রজাগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তবে যদি কোন প্রজা অপরাধ করে অশোক তাকে শাস্তিড় প্রদান করতেন। তাঁর আদর্শ ভিত্তিক সমাজে সম্রাটের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক ছিল পিতার সাথে পুত্রদের সম্পর্কের মত, তাই তিনি তাদের সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। প্রজাগণের প্রদত্ত করকে তিনি ঋণ মনে করতেন, তাই প্রজাগণের হিতার্থে অর্থব্যয় করাকে তিনি ঋণশোধের একমাত্র উপায় মনে করতেন (প্রাগুপ্ত: ৪৮)। তিনি দীন-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু-শ্রমনদিগকে দান করা পূণ্যার্জন মনে করতেন এবং সকলকে উৎসাহিত করতেন। মানুষ ও পশুর বিশ্রাম তথা ছায়া প্রদানের জন্য এবং তৃষ্ণা নিবারনের জন্য রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন ও কূপ খনন করিয়েছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার নির্মান করিয়েছিলেন। তিনি নর ও নারী ও পশুপাখির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন, তার সময় চিকিৎসাশাস্ত্র তথা আয়ুর্বেদ ও ভেষজ চিকিৎসা প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তিনি উপযুক্ত

ব্যক্তিগণকে মহামাত্র, রাজুক, প্রাদেশিক, উপরাজা, যুত, পুরুষ হিসেবে নিয়োগদান করতেন যাতে জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। এছাড়া তিনি কর্মচারীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে প্রজাসাধারণের মঙ্গল সাধন তাদের পরম কর্তব্য।

ঘ. ধর্মমঙ্গল দর্শন ও অহিংসা নীতি

সম্রাট অশোক আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে ব্যবস্থায় রাজার সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক হবে পিতার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্কের মত (ভট্টাচার্য ১৯৯৫: ৬৪)। তার মতে পরিবার বা পারিবারিক জীবনই হবে তাঁর পরিকল্পিত সমাজের কেন্দ্র স্থল যার ভিত্তি হবে অহিংসা, সংযম, সদ্ব্যব্যবহার ও ভদ্রতার আর্দশ দ্বারা উদ্দীপ্ত একটি মানবিক মূল্যবোধ। কলিঙ্গ যুদ্ধ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং অত্যাধিক সংখ্যক প্রাণহানী প্রিয়জন হারানো মানুষদের যন্ত্রনা তার মনকে আন্দোলিত করে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধের মাধ্যমে আর দিগ্বিজয় করবেন না, উপরন্ত তিনি ধর্ম বিজয়কেই তার জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই ধর্ম বিজয় প্রচলিত অর্থে কোন একটি ধর্মের বিজয় নয়। এছাড়া তার ধর্ম বিজয় বা ধর্মযাত্রাও কোন নির্দিষ্ট ধর্মের ধর্মপ্রচার নয়; এটা তার নিজস্ব রাজধর্ম প্রচার (প্রাগুপ্তঃ ৬৬)। তার পূর্ব পুরুষদের রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরন করতে গিয়ে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় উপলব্ধি করলেন যে, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে বিভিন্ন গেষ্ঠী, মান, সামর্থ, উপজাতী, বিভিন্ন সংস্কৃতির কৌম সমাজ রয়েছে তাদেরকে বল প্রয়োগ নীতির মাধ্যমে একই সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের অধীনে আনা সম্ভবপর নয়। উপরন্তু তাদের স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখে, স্বাধীনতা বজায় রেখে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, যেখানে শাসকের ভূমিকা হবে পিতার মত, যেখানে ধর্মগত ও সমাজ পরিচয় সহনশীলতা থাকা এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কয়েকটি বিশেষ নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। এই মূল্যবোধ গুলোর অন্যতম হচ্ছে মানব কল্যাণ, যুদ্ধ পরিহার, বৃদ্ধদের সেবা শুশ্রুষা, রোগীদের পরিচর্যা, নারীদের যথাযথ সম্মান প্রদান, ব্রাহ্মণ সন্নাসীদের দান করা, বল প্রয়োগ না করা, নিষ্ঠুর আচরন থেকে বিরত থাকা, প্রতারণা না করা, ক্রোধ- ঈর্ষা প্রকাশ না করা, সহনশীলতা, সংযম, অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি। এবং এই গুনাবলী গুলো যাতে জনসাধারণ এমনকি প্রত্যন্তবাসী উপজাতীয় মানুষদের কাছেও গিয়ে পৌঁছায় তার জন্য তিনি যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন সেটাই মূলত ধর্ম বিজয় বা ধর্ম মঙ্গল দর্শন।

এছাড়া তাঁর অহিংসা নীতি ও প্রচলিত অর্থ বহন করে না কেননা তিনি সৈন্যবাহিনী বিলুপ্ত করেন নি, শাসন কালে বল প্রয়োগ প্রত্যাহার করেননি, এমনকি প্রাণদন্ড প্রথারও বিলোপ করেননি। এতদসংগে তিনি অকারণে জীব হত্যা নিরুৎসাহিত করেছেন, তবে ঢালাও ভাবে জীব হত্যা নিষিদ্ধ করেন নি। তবে তিনি অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার ও সংযম প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন, যুদ্ধ পরিহার করে পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের সাথে সৎপ্রতিবেশী সুলভ আচরণ করেছেন, সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতি পরিহার করে প্রীতি ও বন্ধুত্বকে পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি দেশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে প্রচারক ও চিকিৎসক দল প্রেরণ করেছিলেন। এভাবে তিনি একটি সদাচার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে সম্রাট হিসেবে তার সাফল্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।

ঙ. কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোক মৌর্য শাসন পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। এই পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল একটি আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিনত করা। রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে (কিংবা এর কিছু পূর্বে) তিনি এ বিষয়ে পরিকল্পনা করে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্রতী হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়েছিলেন। নিম্নে সূনীতিভূষণ কানুনগো কর্তৃক Hamendu Bikas Chowdhury সম্পাদিত Asoka 2300 বইতে লেখা প্রবন্ধ অনুসরণে তাঁর কল্যাণ রাষ্ট্রের মৌলিক দিক গুলো তুলে ধরা হলো।

১. সরকার ও জনগণ উভয়ের নৈতিকতাবোধ কল্যাণ রাষ্টের স্তম্ভস্বরূপ। কল্যাণ রাষ্ট্রে দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্রাট অশোক তাঁর তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে বলেছেন ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর কাজ যেমন- জোর জবরদস্তি করা, নিষ্ঠুর কার্য করা, ক্রোধ প্রর্দশন করা, প্রতারণা করা এবং ঈর্ষা প্রকাশ এগুলো সযত্নে পরিহার করা কর্তব্য।

২. মানব হিতৈষণা কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান, সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধদের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা, দুর্যোগ কবলিতদের সাহায্য করা, নারী জাতীর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদি মানব হিতৈষনার অন্তর্ভুক্ত।

৩. কল্যাণ রাষ্ট্রে জনগণের কোন অংশ বিশেষ নয় সার্বিক মঙ্গল বিধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এবং সম্রাট অশোক তাই করেছিলেন।

৪. কল্যাণ রাষ্ট্রে সবাই সমান সুযোগ তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও সরকারি সেবা সাহায্য সমান পাবার অধিকার স্বীকৃত হয়।

৫. কল্যাণ রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বৈরিতার কোন স্থান নেই। এ লক্ষ্যে সম্রাট অশোক ত্রয়োদশ শিলালিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা করে যুদ্ধ জয় নিষিদ্ধ করেন এবং তৎপরিবর্তে ধর্ম বিজয়/ধর্ম মঙ্গল দর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

৬. একমাত্র সরকারই পারে রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে, তাই এক্ষেত্রে সরকারেরই দায়িত্ব বেশী জনগণকে যথাযথ উপলব্ধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৭. বৃদ্ধদের পরিচর্যার জন্য সম্রাট অশোক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং এমনকি পঞ্চম শিলালিপি অনুযায়ী সেই কাজ তদারক করার জন্য অধিকারিক নিযুক্ত করেছিলেন।

৮. নারী জাতির উন্নয়নের জন্য সম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম পৃথক পদবীধারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করেন। এ লক্ষ্যে তিনি শ্রীঅধ্যক্ষ মহামাত্র নিয়োগ করেছিলেন।

৯. স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য করার জন্য তিনি প্রচুর সংখ্যক চিকিৎসক দল গঠন, হাসপাতাল স্থাপন এবং বিদেশে ও স্বাস্থ্যকর্মী দল প্রেরণ করেছিলেন।

১০। মানুষের মত পশুপাখিদের জন্য সম্রাট অশোকই প্রথম চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এমনকি পশুপাখির বিশ্রাম ও পানি পানের জন্য বৃক্ষ রোপন ও দীঘি খনন করানো হয়। তাছাড়া তিনি রাজপ্রসাদে আহারের জন্য পশুহত্যা ও সমাজ নামক সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ, রাজকীয় পশু শিকার প্রথা বাতিল করেন।

১১. অষ্টম শিলালিপিতে তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমন ও সন্ন্যাসীদের দান করে পূণ্যার্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১২. জনগণের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ছিল তাঁর অন্যতম নীতি। এমনকি কয়েদীদের মধ্যে আত্মিক উন্নয়নের কার্যক্রম প্রচলন করেছিলেন।

১৩. কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, একাধিক শিলালিপিতে তিনি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১৪. পরমত সহিষ্ণুতা সম্রাট অশোকের শাসনের অন্যতম নীতি ছিল এবং জনগণকে ও এই নীতি অনুসরণের আহবান জানান।

১৫. জনগণের মানবিক গুনাবলী ও নৈতিকতাবোধের উন্মেষের উপর তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। সপ্তম, নবম ও একাদশ শিলালিপিতে তিনি এরূপ পরামর্শ দিয়েছেন।

১৬. প্রজাসাধারনের মঙ্গলের জন্য নিয়মিত সরকারি কর্মচারীর পাশাপাশি তিনি নুতন পদস্থ কর্মচারীও নিয়োগ দিতেন।

১৭. শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করতে তিনি ধর্মযাত্রার আয়োজন করতেন এবং এভাবে জনারণ্যে তীর্থস্থান সমূহ পরিদর্শন করেছেন।

১৮. সম্রাট অশোক কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ কেবল নিজরাজ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহে প্রচারক দল প্রেরণ করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট অশোকের শাসন ছিল সর্বোতভাবে কল্যাণকামী রাষ্ট্র।

চ. প্রশাসনিক ব্যবস্থা

মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর অন্যতম সংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাম্রাজ্যের কার্যাবলীকে পর্যবেক্ষন করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ, পদ ও প্রশাসনিক একক সংগঠিত করেছেন। সম্রাট অশোকের প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করাটা অত্যন্ত কষ্ঠসাধ্য ব্যপার, কারণ এটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ন বিষয়। তাঁর সমগ্র প্রশাসনকে বৃহৎ ভাবে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় (Barua 1968:166)। যথা- ১। রাজকীয় প্রশাসন (Imperial Administration) ২। প্রাদেশিক প্রশাসন(Provincial Administration) ৩। নগর প্রশাসন(City Administration) ৪। সীমান্ত প্রশাসন (Frontier Administration) ৫। বন প্রশাসন (Forest Administration)| প্রথমোক্ত তিনটির আবার অনেক বিভাজন রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে সম্রাট আশোকের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ।

১. রাজকীয় প্রশাসন

এটা ছিল একটি বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে একতা বজায় রাখা। এর প্রধান প্রধান কাজগুলো হচ্ছে আইন প্রনয়ন ক্ষমতা, বিশেষ অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা, রাজকীয় বার্তা (message) জারি করা, শীলা/পাথর লিপি প্রকাশ করা, সাধারণ আদেশ-নির্দেশ ইস্যু করা, প্রশাসনিক পরিবর্তন

প্রচলন করা, রাজস্ব নীতি সহ রাষ্ট্রীয় নীতি উদ্যোগ গ্রহণ, বাজেট তৈরী করা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষনা, সাধারণ তদারকি চর্চা করা, প্রাদেশিক প্রধান ও অন্যান্য রাজকীয় এজেন্ট নিয়োগদান ও পদচ্যুত করা, নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা, রাজকীয় সেনা ও নৌবাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনা করা, বন্দর, রাস্তা, পানি নিস্কাষন ব্যবস্থা নির্মাণ করা ও জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। রাজকীয় প্রশাসন আবার নয়টি বিভাগে বিভক্ত সেগুলো নিম্নরূপঃ

i. রাজকীয় রাজস্বের উৎস ও মাশুল

সম্রাট অশোকের আমলে ৪ ভাগে বিভক্ত হিসেবে রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করা হত। প্রথম ভাগ ঘরবাড়ি (Household) ব্যবস্থাপনার জন্য, দ্বিতীয় ভাগ বিনিয়োগ ও সরকারী কাজের জন্য (Public Works of Utility), তৃতীয় ভাগ ভবিষ্যত সমস্যার জন্য সংরক্ষন করা হত এবং চতুর্থ ভাগ দিয়ে সরকারী কর্মকর্তা , কর্মচারীদের (স্থায়ী ও অস্থায়ী) বেতন ভাতা, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হত। এ চারটি ভাগে বিভক্ত করে প্রাদেশিক পর্যায়ে বাজেট হিসাব করে কেন্দ্রীয় (Imperial) সরকারের অনুমোদন নিতে হত, তার পর উদ্বৃত্ত বাজেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দিতে হত, যা সংশি-ষ্ট প্রদেশগুলোর অবদান হিসেবে স্বীকৃতি পেত।

ii. অর্থশাস্ত্রের অমাত্য এবং অশোকের পূরুষদের সাদৃশ্য

সরকারী কর্মে নিয়োগলাভের জন্য অর্থশাস্ত্রের বর্ণিত গুণাবলীগুলো হচ্ছে স্বদেশী, উচ্চ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা, প্রভাব বিস্তারকারী, শিল্পকলায় মান সম্মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি (Possessed of foresight), জ্ঞানী, ভাল স্মরণ শক্তির অধিকারী,স্পষ্টবাদী, বাকপটু, দক্ষ, মেধাবী, উৎসাহ-মর্যাদা ও সহিষ্ণুতার অধিকারী, খাঁটি চরিত্রের অধিকারী, অমায়িক এবং রাজার প্রতি দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধাশীল ইত্যাদি। যাদের মধ্যে এসবগুণের সবগুলো পাওয়া যাবে তারা উচু পদের, যাদের মধ্যে অর্ধেক গুণাবলী পাওয়া যাবে তারা মধ্য পর্যায়ের পদে এবং একচতুর্থাংশ গুনাবলী পাওয়া যাবে তারা নিম্ন পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। সম্রাট আশোক পুরুষ (সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী) দেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। সে গুলো হচ্ছে ১) উচ্চতর ২) মধ্যবর্তী ৩) অধঃস্তন। এভাবে অর্থশাস্ত্রের অমাত্যদের সাথে সম্রাট অশোক তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাদৃশ্য স্থাপন করেছেন।

iii. মন্ত্রী মহামাত্র এবং মন্ত্রী পরিষদ

মন্ত্রী মহামাত্র পদে বিবেচনা করা হত ধর্মযাযক, যুবরাজ, প্রধান রানী এবং রাজা একক কর্তৃত্বে যাদেরকে নিয়োগদান করতেন তাদেরকে। মন্ত্রী পরিষদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রচলিত আছে। যেমনঃ মনু'র মতে মন্ত্রী পরিষদ ছিল ১২ সদস্য বিশিষ্ট, বৃহস্পতির (Brihaspati) মতে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট, উসানস (Usanas) এর মতে ২০ সদস্য বিশিষ্ট এবং অর্থশাস্ত্রের মতে এটা সময়ে সময়ে প্রশাসনের প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারিত হত ।

iv) মহামাত্রদের অন্যান্য শ্রেণী

মহামাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগুলো ছিল- Sabbatthaka মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল সাধারণ বিষয়াবলী, Voharika মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল বিচার প্রশাসনের, Senanayaka

মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর প্রধানের, Ganaka মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল প্রধান হিসাব রক্ষকের, Antepura-Upacharaka মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল রাজভবন মধ্যস্থ এপার্টমেন্ট ব্যবস্থাপনা, Dharma মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় বিষয়াবলীর, Strya adhyaksha মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল নারীদের বিষয়ে, Nagaraka মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল নগর/শহর প্রশাসন, Paura মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল পৌর প্রশাসনের, Anta মহামাত্রের দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনের।

v. অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী (Other Functionaries)

সম্রাট অশোকের ব্যক্তিগত এজেন্ট বা পূরুষ ছিলেন যারা একদিকে সম্রাট এবং অন্যদিকে উক্ত (yuttas) ও রাজুক (Rajjukas) দের মধ্যে যোগযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। দপক (Dapaka) ও শ্রাভক (Sravapak) ছিলেন যারা সম্রাটের মৌখিক নির্দেশ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বা এক ব্যক্তি থেকে বহু ব্যক্তিতে পৌঁছে দিতেন। লিপিধার (Lipikaras) নামক অধস্তন ছিলেন যারা অনুলেখকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং দূত (Dutas) ছিলেন যারা সম্রাটের প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে ধর্ম মঙ্গল দর্শন বা অন্যকাজে প্রেরিত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে গমন করতেন ।

vi. বিভাগ (Departments)

সম্রাট অশোকের প্রশাসনে দু'ধরনের বিভাগ ছিল। এক ধরনের বিভাগ ছিল যেগুলো রাজকীয়(imperial) প্রশাসনের সাথে জড়িত এবং অন্য ধরনের বিভাগ ছিল যেগুলো স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জড়িত। রাজকীয় বিভাগগুলোর প্রধান কাজ ছিল মৌলিক নীতিমালা তৈরী করা, যার উপর তাঁর সরকারের ভিত্তি রচিত হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং সে সব নীতিমালাগুলো তার প্রশাসকরা বাস্তবায়ন করবেন। সম্রাটের নির্দেশ ইস্যু করা এবং প্রয়োজনে পাথর বা শীলা লিপিতে সম্রাটের নীতিমালা গেজেট করা বা লেখানো এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত বিধিবিধান তৈরী ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি। নিম্নোক্ত বিভাগগুলো অবশ্যই রাজকীয় প্রশাসনের অধীন ছিল। যেমন- ধর্ম, সেবা প্রদান বিভাগ (Public works of utility), রাজকীয় সচিবালয় এবং পররাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি।

vii. ধর্ম বিভাগ (Department of Dharma)

সম্রাট অশোক তার শাসন ক্ষমতার তেরতম বৎসরে প্রথম ধর্ম মহামাত্র নিয়োগদান করলে এই বিভাগটি সৃষ্টি হয়। ধর্ম মহামাত্রের প্রধান প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে- নৈতিকতার দায়িত্ব, রাজকীয় ত্রান বিতরণের দায়িত্ব, সাম্রাজ্য ও তার বাইরে ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষা করা ও প্রনোদনা প্রদান, সম্রাটের ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে তার আরো কয়েকটি দায়িত্ব ছিল যেমন: সকল ধর্মীয় উপদলগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতা বজায় রাখা, রাজপরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে এরকম ধারণা জাগ্রত করা যাতে তারা ধর্মীয় সকল উপদলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, বিভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশের বৃদ্ধ, পীড়িত, ভিখারী, দরিদ্র, ব্রাক্ষন, সন্যাসী ও ক্রীতদাসরা যাতে নিগ্রহের স্বীকার না হয় সেগুলোর দেখভাল করা এবং যারা জেলে অন্তরীন আছেন তারা যাতে নীপিড়িত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জেল থেকে মুক্তি প্রদান ইত্যাদি।

এ ছাড়া তার অধীনেই স্ত্রীঅধ্যক্ষ মহামাত্র নারীদের ব্যাপারে, ব্রচভূমিক (Vrachabhumikas) ধর্মীয় তীর্থ বা পবিত্র স্থানের দায়িত্ব এবং দূতগণ (Dutas) বিদেশে রাষ্ট্র ধর্ম প্রচারে যেতেন।

viii. সেবা বিভাগ (Public works of utility)

সম্রাট অশোকের আমলে বিভিন্ন ধরণের সেবা মূলক ও নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। যাতে করে জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এ ধরনের কাজকে তিনি বলতেন ভক্তি শ্রদ্ধার স্মারক কাজ (monumental acts of piety), বিশ্বে সুখ আনয়নের বিভিন্ন উপায় ইত্যাদি। উলে-খযোগ্য কাজ গুলো ছিল রাস্তা নির্মাণ, ছায়া প্রদানের জন্য বৃক্ষরোপন, পানীয় জলের জন্য কূপ খনন, দীঘি খনন, ফল বাগান সৃষ্টি, সেবাশ্রম-মুসাফির খানা স্থাপন, ধর্মীয় উপসনালয় তৈরী, গুহা নির্মান, মানুষের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পশু-পাখিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি।

ix. রাজকীয় সচিবালয়

এটা ছিল কেন্দ্রে/রাজধানীতে যৌথ অফিস যার মাধ্যমে সম্রাট অশোকের রাজকীয় কর্তৃত্ব চর্চা করা হত এবং রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হত। তার গুরুত্বপূর্ণ পদ গুলো ছিল সচিব (Purushas) মন্ত্রী পরিষদ (Parisa), উক্ত, রাজুক, দূত এবং গুপ্তচর (Gudha purshas) ইত্যাদি।

২. প্রাদেশিক প্রশাসন

সম্রাট আশোক একাদিক্রমে মগধ প্রদেশের প্রাদেশিক প্রধান এবং পুরো জমবুদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন। উলে-খ্য জমবুদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাঠলিপুত্র মগধ প্রদেশেই অবস্থিত। পুরো সাম্রাজ্য প্রদেশ, বিভাগ, জেলা এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল তবে প্রত্যেকটির স্ব স্ব প্রধান কার্য্যালয়/কেন্দ্র ছিল। নিঃসন্দেহে গ্রাম ছিল প্রশাসনের সর্বনিম্ন একক।

প্রাদেশিক প্রশাসন আবার সাধারণভাবে ৩ টি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- ১। সাধারণ প্রশাসন ২। বিচার প্রশাসন ৩। জেল প্রশাসন।

i. সাধারণ প্রশাসন

প্রত্যেকটি প্রদেশ বা বিভাগ এবং এমনকি জেলা পর্যন্ত কয়েকজন মহামাত্রদের কাছে ন্যস্ত ছিল। প্রদেশ বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মহামাত্রদের মধ্যে প্রধানের পদবী ছিল রাজাবচনিক (Rajavachanikas) বা রাজকীয় কমিশনার (Imperial Comissioner) সীমান্তবর্তী প্রদেশ গুলোর প্রধানের পদবী ছিল উপরাজা (Viceroy/ Viceregent)। উক্ত, রাজুক এবং প্রাদেশিক (Pradesikas) ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনের ৩টি গুরুত্বপূর্ন পদ। উক্ত ছিল জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত রাজকীয় কর্মকর্তা। রাজুক ছিল দেশের মধ্যবর্তী প্রদেশগুলোতে ভূমি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন কর্মকর্তা, তিনি ভূমি জরিপ করাতেন। প্রাদেশিক ছিল সীমান্তবর্তী প্রদেশ গুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তা, তাঁর কাজ ছিল রাজুকের অনুরূপ।

ii. বিচার প্রশাসন

সম্রাট অশোকের সময় ২ ধরণের ট্রাইবুন্যাল ছিল। প্রথম ধরণের ট্রাইবুন্যাল ৩ জন ধর্মস্থাস (Dharmasthas) যারা পবিত্র আইন ব্যাখ্যা ধরতে পারতেন তাদের নিয়ে গঠিত

হত। তারা সাধারণত (Civi Suits) এবং (quasi-Criminal) ধরনের অভিযোগের বিচার করতেন এবং দন্ড হিসেবে কেবল অর্থ জরিমানা করতেন। দ্বিতীয় ধরণের ট্রাইবুন্যাল ৩ জন প্রাদেশট্রিস বা অমাত্য (Pradesh ries/Amatyas) যারা সম্রাটের আইন ব্যাখ্যা করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে পারতেন তাদের নিয়ে গঠিত হত; যারা সাধারণত অপরাধের (Criminal offences) বিচার করতেন এবং বড় ধরনের শাস্তি যেমন আটকাদেশ, কারাবাস, মৃত্যুদন্ড দিতেন এবং কিছু কিছু (Quasi-Civil cases) পরিচালনা করতেন।

iii. **জেল প্রশাসন**

প্রত্যেকটি কারাগার একজন তত্ত্বাবধায়কের কর্তৃত্বে ন্যস্ত থাকতো তবে কারাগার পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল। উলে-খযোগ্য নীতিগুলো হচ্ছে যথাযথ কারণ ঘোষনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্তরীন রাখা যাবেনা, কারাবন্দীদেরকে নির্যাতন করা যাবে না কিংবা আহার/পানীয়ের কষ্ট দেওয়া যাবে না, তাদের কে এমন ভাবে মারা যাবে না যাতে করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা অযথা নিগৃহীত বা নির্যাতন করা যাবে না। নারীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নজর রাখতে নির্দেশ ছিল যেন লক আপ বা জেলের অন্যত্র ধর্ষনের শিকার না হন।

৩. নগর প্রশাসন

নগর মহামাত্র বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নগর প্রশাসনের প্রধান তার কর্তৃত্বে নগর প্রশাসন ন্যস্ত ছিল। নগর প্রশাসন প্রধানত ৬টি সংস্থায় বিভক্ত ছিল। যথা:

১. প্রথম সংস্থা শিল্পের (Industrial art) সাথে জড়িত সকল বিষয়াবলী দেখাশুনা করতেন,
২. দ্বিতীয় সংস্থা বিদেশীদের পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল;
৩. তৃতীয় সংস্থার কাজ ছিল জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ড সংরক্ষণ করা;
৪. চুতর্থ সংস্থা ব্যবসা বাণিজের সাথে জড়িত বিষয়াবলী পরিচালনা করতেন।
৫. পঞ্চম সংস্থা উৎপাদিত পণ্য যেগুলো সরকারী নোটিশে বিক্রয় করা হয় সেগুলোর তত্ত্বাবধান করতেন, এবং
৬. ষষ্ঠ সংস্থা বিক্রিত পণ্যের মূল্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল।

৪. সীমান্ত প্রশাসন

দুর্গগুলো দেশের শেষ সীমায় নির্মিত হবে এবং সেখানে (Antapalas) দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের প্রধান কাজ হবে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো। তারা তাদের কাজে নিম্নোক্ত নীতিগুলো অনুসরণ করতেন। সদাচরণের (Piety) দ্বারা রক্ষা করা, সদাচরণের বিধি, সদাচরণের দ্বারা সন্তুষ্ঠ করা এবং সদাচরণের দ্বারা পাহারা দেওয়া।

৫. বন প্রশাসন

মৌলিকভাবে বনায়ন কে দুই ভাগে করা হয়েছিলৈ ১) সংরক্ষিত বনায়ন ২) বুনো বনায়ন (Wild tracts)। প্রথমোক্ত বনায়নকে আবার গেম ফরেষ্ট, এলিফ্যান্ট ফরেষ্ট ও নিজেদের প্রয়োজনের জন্য বনায়নকে বুঝায়। বুনো বনায়ন বলতে সেসব বনায়নকে বুঝায় যেগুলো

উপজাতীয়দের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। গেম ফরেষ্টের মধ্যে কিছু অংশ রাজন্যের জন্য সংরক্ষিত রেখে বাকী অংশ জনগণের জন্য রাখা হত। এলিফ্যান্ট ফরেষ্টগুলো সাধারণত সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক করে রাখা হত।

কৌটিল্য ও সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

একজন রাষ্ট্রনায়ক (প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে যুগ, কাল, শতাব্দী শ্রেষ্ঠ, এমনকি কালজয়ী গ্রন্থ অর্থাৎ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র রচনা করাটা ছিল কৌটিল্যের সবচেয়ে বড় অবদান এবং এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসম্ভব রকমের জানার আগ্রহ ছিল। আর এই আগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে কল্যাণকামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানব প্রকৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কৌটিল্যের চূড়ান্ত রকমের বোঝাপড়া ছিল এবং তারই আলোকে তিনি নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন কিভাবে রাষ্ট্রকে মাৎস্যন্যায় থেকে উদ্ধার করে জনগণের উপযোগী করা যায়। রাষ্ট্র সম্পর্কে তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা থেকেই তিনি রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোকে এমনভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন যেখানে কোন কিছুই বাদ ছিলনা। অথচ আমরা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে তাকালে কি দেখতে পাই? অনেক ক্ষেত্রে অর্ধশতাধিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেও নাগরিকবৃন্দের কল্যাণ আনায়ন করা যাচ্ছে না। যা সুশাসনের জন্য অতিপ্রয়োজনীয়। কৌটিল্যের শাসনব্যবস্থায় রাজা, মন্ত্রী, অমাত্য (উঁচু থেকে অবর শ্রেণী পর্যন্ত), পুরোহিতসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের জন্য নির্ধারিত গুণাবলীর কথা বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো কোন্ ক্ষেত্রে কীভাবে পরিমাপ করা হবে এবং কীভাবে সেগুলোকে শ্রেণীবিন্নাসিত করা হবে সে সম্পর্কে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল, যাতে করে অনেক বেশি মাত্রায় গুণমান সম্পন্ন, নৈতিকভাবে উঁচুমানের প্রশাসকদ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এর দ্বারা সুশাসন কায়েম করতে তারা সফল হয়েছিলেন। এই বিষয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত কি করতে পেরেছি ? যতদুর জানা যায় মানবিক গুণাবলী ও নৈতিকতা জানা ও পরিমাপ করার কোন ব্যবস্থাই বর্তমানে কোথাও প্রচলিত নেই। তাইতো কল্যাণকামী, সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যর্থ বা যান্ত্রিকতায় পরিণত হচ্ছে। কৌটিল্যের শাসন ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রধান নির্বাহী তথা রাজার কাজের স্বচ্ছ রুটিন, যা তাঁর প্রশাসনকে আগাগোড়া স্বচ্ছ রাখতে অনেক বেশী কার্যকর ছিল। সে বিষয়টিও বর্তমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সময়ও যথার্থ ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া প্রধান নির্বাহী কর্তৃক অনেক বেশি সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য গুপ্তচর বা গোয়েন্দা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল; যার ফলে সংশি-ষ্টরা অনেক বেশি জবাবদিহীমূলক পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন করতেন এবং এতে করে নাগরিকবৃন্দ অনেক উপকৃত হতেন। কিন্তু এব্যবস্থাটিও বর্তমান যুগে অনেক বেশি সীমিত হয়ে গেছে।

বর্তমান আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি সুগঠিত অর্থনৈতিক নীতিমালা সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্য রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য তাঁর কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত ও নির্ধারণ করেছিলেন। একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসমন্বিত ও সুন্দরভাবে পরিচালনার মাধ্যমে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের করের ক্ষেত্র নির্ধারণ, আমদানী-রপ্তানী নীতি, শিল্প-বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এমনকি বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে তা কৌটিল্য বিধৃত করেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে কৌটিল্যের শাসন ব্যবস্থা উজ্জল দৃষ্টান্ত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। যা বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন ও কল্যাণকামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি ধরণের হবে তা তিনি সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন। কোন পরিস্থিতিতে শাসক কি করবেন, স্থান কাল পাত্রভেদে কি কূটনীতি গ্রহণ করবেন এবং এক্ষেত্রে কোন বিশেষ ভূমিকায় কূটনীতি প্রয়োগের কৌশল কি হবে তা খুবই স্পষ্ট ও মৌলিকভাবে তিনি নির্ধারন করেছিলেন যা আধুনিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতীয় কূটনীতির ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে "Indian diplomacy Start's with Kautilya and end's with Kautilya"। বর্তমানে আধুনিক জাতীরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রনায়কের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে সু-প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন, বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যুহ গঠন, কৌশলী সমর নীতি নির্ধারণ এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র যাচাই করা, বিশেষ করে কোন ক্ষুদ্র দেশের শাসক কি ভূমিকা ও কৌশল গ্রহণ করবেন তা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত কৌটিল্য তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের মাধ্যমে সত্যিকারের অর্থে একটি আধুনিক কল্যাণকামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা বর্তমানেও অনুসরণ করা যেতে পারে।

মৌর্য সম্রাট অশোক যে সাম্রাজ্যটি শাসন করতেন তার পরিধি বর্তমান দক্ষিণ এশিয়াকে ছাড়িয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিও রাষ্ট্র বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা পোষন করতেন এবং অতীত সম্পর্কে অনেক প্রায়োগিক জ্ঞানও তাঁর ছিল । তিনি নিজেও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবের সেবা ও কল্যাণ সাধন করেছেন এবং সরকারী কর্মচারীদেরও এ বিষয়ে সুষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনের মূল কথাই ছিল রাজার সাথে প্রজার সম্পর্ক হবে পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্কের মত। তাই সুশাসন ছাড়া অন্য কিছু এখানে কল্পনাই করা যায় না। তিনি ধর্মমঙ্গল দর্শন বা ধর্ম বিজয়ের মাধ্যমে যে ভাবে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তা এখনও শিক্ষনীয় হয়ে আছে। এ দুটি বিষয়ে বর্তমানে জাতী রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা সুশাসন ও শান্তির পথে অন্যতম বাঁধা। তাঁর কল্যাণ রাষ্ট্রের কতগুলো বৈশিষ্ট সম্পর্কে না বলে-ই নয়। যেমন তিনি আভ্যন্তরীন ও পররাষ্ট্র বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অভাবে এখনও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হানাহানি লেগেই রয়েছে। স্ত্রীঅধ্যক্ষ মহামাত্রের মতপদবী যদি ধারাবাহিকভাবে থাকত তাহলে আমাদের নারীরা আজও এত পিছিয়ে থাকত না এবং তথাকথিত ক্ষমতায়নের জন্য মাথা ব্যথা করতে হত না। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও ভ্রমণকারীদের জন্য তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা আমাদের কে আপনা থেকেই মানব কল্যাণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মীয় রীতি চর্চা ও নৈতিকতা প্রতিপালনে তাঁর তত্ত্বাবধান আমাদেরকে সৎ জীবন যাপনের পথ নির্দেশ করে। অন্য দিকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, এটি ছিল নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে মানব কল্যাণে নিয়োজিত অত্যন্ত সচল ও স্বচ্ছ একটি প্রশাসন, যা সুশাসন

প্রতিষ্ঠায় ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। সামগ্রিক আলোচনায় বলা যায় যে আধুনিক সময়ে সুশাসনের যেসব বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ নমুনার মাপকাঠির কথা বলা হচ্ছে (ভূমিকা পর্ব দ্রষ্টব্য), তার বহুলাংশই প্রাচীন ভারতের এই দুটি শাসন ব্যবস্থায় সুস্পষ্টভাবে প্রথীভাত হয়। যেমন: আমলা নিয়োগে স্বচ্ছতা; জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা; আইনের শাসন; দুর্নীতিরোধ; প্রশাসনে নিবিড় পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন; রাষ্ট্রচিন্তা ও তার প্রয়োগে জনকল্যাণমুখীতা; বিভিন্ন জনসেবামূলক সরকারী কর্মকান্ড ও জাতিগঠন (Nation Building) বিভাগসমূহের সমন্বয়বিধান ও Harmonization এবং জন-চাহিদা ও বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিমার্জন, সংশোধন ও সংগঠন ইত্যাদি।

উপসংহার

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলোচিত দুইজন রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রীয় তত্ত্বগত জ্ঞানে যেমন সমৃদ্ধ ছিলেন তেমনিভাবে সেগুলো প্রয়োগে ছিলেন অত্যন্ত সফল। অন্যদিকে তাঁদের চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকগুলো আজো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুপম আদর্শ হয়ে আছে। প্রায় আড়াই সহস্রাব্দ পূর্বের রাষ্ট্র পরিচালনা থেকেও এখনও পর্যন্ত অনেক শিক্ষনীয় বিষয় প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়ে গেছে। তাঁদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আমরা সর্বোতভাবে কল্যাণকামী, সফল, ও সুশাসন হিসেবেই চিহ্নিত করতে পারি, অথচ এ যুগে এসেও সুশাসনের অনেক বিষয়াবলী সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রনায়কেরা হিমশিম খাচ্ছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে 'সুশাসনে'র উপর যখন সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে, তখন এই দুই মহান রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদের ধারণা ও সুপারিশগুলো অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটি দুর্ভাগ্যজনক যে এই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার পরিমাণ অতি নগন্য। প্রাচীন ভারতের সুশাসন ও রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক এসব মাইলফলকের উপর আরো অধিকতর গবেষণা এখন সময়ের দাবী।

সূত্র নির্দেশ

বসাক, ডক্টর রাধা গোবিন্দ। *কৌটলীয় অর্থশাস্ত্র (প্রথম খন্ড)*। কোলকাতা ঃ জেনারেল, ১৯৬৪।

বসাক, ডক্টর রাধা গোবিন্দ। *কৌটলীয় অর্থশাস্ত্র (দ্বিতীয় খন্ড)*। কোলকাতা ঃ জেনারেল, ১৯৬৭।

ভিক্ষু, বনশ্রী। *প্রিয়দর্শী অশোক*। চট্টগ্রাম ঃ বাংলাদেশ বৌদ্ধবানী প্রচার বোর্ড, ১৯৮০।

ভট্টাচার্য, ড. নরেদ্রনাথ। *প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র চিন্তা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা*। কোলকাতাঃ জেনারেল, ১৯৯৫।

কানুনগো, সূনীতি ভূষণ। *প্রাচ্যের রাষ্ট্র দর্শন*। চট্টগ্রাম ঃ শান্তি প্রেস, ২০০৪।

ভিক্ষু , ড. জিনবোধি। সম্রাট অশোকের অনুশাসন ঃ কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বরূপ। *দি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, ২৪ তম খন্ড, সংখ্যা- ১ (২০০৬)* ঃ ২০৯-২৩৪।

Chowdhury, Hemendu Bikash ed. *Asoka 2300*. Kolkata: Bauddha Dharmaankus Sabha, 1997.

Mookerji, Radhakumud. *Asoka*. Delhi: Motilal Ranarsidass, 1989.

Barua, B.P. *Eminent Thinkers in India and Pakistan*. New Delhi : Lancers Books, 1991.

Raina, Asoka. *Inside RAW The story of Indias Secret Service.* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1981.

Strong, John S. *The Legend of King Asoka*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.

Basham, A.L. *The Wonder that was India*. Kolkata: Rupa & Co., 1982.

Barua, Beni Madhab. *Asoka and his Incriptions*. New Delhi: New Age Publishers Private Ltd., 1968.

Smith, Vincent A. *Asoka – The Buddhist Emperor of India*. Delhi: S. Chand & Co., 1970.

Majumdar, R.C. *History of Ancient Bengal*. Kolkata: G. Bharadwaja & Co., 1974.

Ghoshal, U.N. *A History of Indian Political Ideas*. London: Oxford University Press, 1966.

Encylopadea of Britacina, part-9

Bernstein, J. *Overcoming Fuzzy Governance in Bangladesh*. Dhaka:UPL, 1994.

Hye, H.A. (ed.). *Governance: South Asian Perspective*. Dhaka: UPL, 2000.

Jahan, R.(ed.). *Bangladesh: Promise and Performance*. London: Zed Books and Dhaka: UPL, Undated

Chowdhury, A.M. and Alam F. (eds.). *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-First Century*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002.

Rahman, H.Z. *Engaging on `Good Governance': A Search foe Entry Points*. Dhaka:Power and Participation Research Centre, 2005.

Schuurman, F.J.(ed.). *Beyond the Impasse: New Directions in Developing Theory*. London: Zed Books, 1993.

Recent Books of Osder Publications

Author	Title	Price
M. Asaduzzaman	Institutional Analysis Of Rural Development	300.00
Mobasser Monem	The Politic of Privetisation in Bangladesh	300.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	Human Rights Law for 21th Century	300.00
M. Abdul Wahhab	Decentralization in Bangladesh	250.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	Inflation Prevention and Distributive Justice	
Md. Sharif Hossain	Income Inequality in Bangladesh	300.00
Saifuddin Ahmed	Ngo Perception of Poverty in Bangladesh	200.00
Ahamuduzzaman	International Human Righta law	200.00
Ahmad Anisur Rahman	Modernising Religion	250.00
Mohammad Azizuddin	Public Administration Reform Challenges and Prospects in Bangladesh	195.00
Taiabur Rahman	Bureaucratic Accountability in Bangladesh: The Role of Parliamentary Committees	400.00
Shamima Tasnim	Job Satisfaction in Teaching	200.00
A.A. Rehman,ph.D (MIT)	World Currency	
Mohammad Rafiqul Islam Talukdar	Rural Local Government In Bangladesh	
মোঃ ইয়াহইয়া আখতার	রাজনীতির চালচিত্র	250.00
অ্যাডঃ আজিজুর রহমান	থানায় আপনার অধিকার	80.00
কাওকাব সিদ্দিকি	মুসলিম নারীর সংগ্রাম	150.00
মাসুদা কামাল	বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন	160.00
আহমদ আনিসুর রহমান	উন্নয়ন প্রশাসনের সাংস্কৃতিক পরাকাঠামো	175.00